বোর্ড প্রশ্ন ও উত্তরমালা ২০২৫

বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

সকল বোর্ড-২০২৫

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) **বিষয় কোড : 1 1 4**

সময় : ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. রানি মায়াদেবী কোন আনন্দে শিহরিত হলেন?
ক) অলৌকিক আনন্দে খ) উৎসবের আনন্দে
গ) ভ্রমণের আনন্দে ঘ) প্রচারের আনন্দে

২. বুদ্ধ কত বছর ধর্ম প্রচার করেন?
ক) ২৯ খ) ৩৫ গ) ৪৫ ঘ) ৮০

☐ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সপ্তাহকাল পবিত্র মরদেহ সংরক্ষণ করা হয়। একজন স্থবির ঐ মরদেহের চিতায় অগ্নিসংযোগ করেন।

৩. উদ্দীপকে বর্ণিত 'স্থবির' চরিত্রটি কার প্রতিচ্ছবি?
ক) মহাকশ্যপ খ) তিষ্য গ) বুদ্ধঘোষ ঘ) ধর্মপ্রিয়

৪. বুদ্ধের সময় শ্রাবকবুদ্ধ কে ছিলেন?
ক) বুদ্ধঘোষ খ) বুদ্ধদত্ত গ) মৌদ্গল্যায়ন ঘ) মহানাম

৫. বিনয় পিটকের প্রথম গ্রন্থের নাম কী?
ক) সুত্ত বিভঙ্গ খ) ভিক্ষু বিভঙ্গ গ) ভিক্ষুণী বিভঙ্গ ঘ) খন্ধক

৬. সিংহলে বুদ্ধশাসন পরিহানির আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল কেন?
ক) বিনয়সম্মত ভিক্ষুর অভাবে খ) যুদ্ধবিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ এবং নানা কারণে
গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ঘ) অমনুষ্যদের উপদ্রবের কারণে

৭. ভগবান বুদ্ধের আগমণে বৈশালীবাসীর—
i. দুর্দশা দূর হবে ii. মনোবল ফিরে পাবে
iii. সমস্ত ভয় অমঙ্গল কেটে যাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৮. বৌদ্ধধর্ম মতে, সকলের লক্ষ্য কী হওয়া উচিত?
ক) জ্ঞানী হওয়া খ) তৃষ্ণা থেকে মুক্তি লাভ করা
গ) ধ্যান, সমাধি অনুশীলন করা ঘ) কুশলকর্ম করা

☐ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
শ্রদ্ধেয় প্রিয়রত্ন ভান্তে অত্যন্ত নম্র, ভদ্র, আচরণ করেন। তিনি সহজ সরল ভাষায় ধর্মদেশনা করেন। সবাইকে ধর্মাচরণ ও ভালো কাজ করার পরামর্শ দেন। তিনি চারি আর্যসত্য সম্যকভাবে উপলব্ধি করেন। দুঃখের কারণ তৃষ্ণা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করেন।

৯. উদ্দীপকে শ্রদ্ধেয় প্রিয়রত্ন ভান্তে কোন সাধনায় রত?
ক) সন্ন্যাস খ) গৃহত্যাগ
গ) নির্বাণ ঘ) ধর্মীয় জ্ঞান অনুশীলন

১০. উক্ত সাধনায় শ্রদ্ধেয় প্রিয়রত্ন ভান্তের অর্জন হলো—
i. মানবিক গুণাবলি বিকশিত করা
ii. নৈতিক গুণাবলি প্রকাশ করা iii. মৈত্রীভাব জাগ্রত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

১১. সপ্তশতিকা মহাসঙ্গীতি কোনটি?
ক) প্রথম সঙ্গীতি খ) দ্বিতীয় সঙ্গীতি গ) তৃতীয় সঙ্গীতি ঘ) চতুর্থ সঙ্গীতি

☐ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এমন একজন শাসক সম্পর্কে জানা যায়, যিনি তৃতীয় সঙ্গীতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। সে সময় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের লাভ-সৎকার বেড়ে যায় এবং তাঁরা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হন।

১২. উদ্দীপকের ঘটনাটি কোন শাসকের ইঙ্গিত বহন করে?
ক) রাজা বিম্বিসার খ) রাজ প্রসেনজিত গ) সম্রাট কনিষ্ক ঘ) সম্রাট অশোক

১৩. বুদ্ধ-বজ্জিদের জন্য সপ্ত অপরিহানীয় ধর্মদেশনা করেন কেন?
ক) উন্নত জাতি ও অজেয় থাকার জন্য খ) নিজের ভুল-ভ্রান্তি শোধরানোর জন্য
গ) ধনসম্পদ, পুত্র সন্তান লাভের জন্য ঘ) দান, শীল, ভাবনায় রত থাকার জন্য

১৪. কোন সূত্রপাঠের প্রভাবে বৃক্ষদেবতাদের উপদ্রব বন্ধ হলো?
ক) রতন সূত্র খ) করণীয় সূত্র গ) মঙ্গল সূত্র ঘ) ভোজ্জঙ্গ সূত্র

১৫. কালজয়ী অট্ঠকথা রচয়িতা কে ছিলেন?
ক) আচার্য বুদ্ধদত্ত খ) আচার্য ধর্মপাল
গ) আচার্য উপসেন ঘ) আচার্য মহানাম

১৬. সকল মানুষ সমান হয় না কেন?
ক) দান, শীল, ভাবনা করার জন্য খ) পারমী পূরণ করার জন্য
গ) নানারকম কর্মের জন্য ঘ) কুশল কর্মের জন্য

১৭. মহাকচ্চায়ন কীসে পারদর্শী ছিলেন?
ক) ধর্ম-দর্শন ব্যাখ্যায় খ) ধর্মোপদেশ প্রদানে
গ) ধর্মগ্রন্থ প্রণয়নে ঘ) সূত্র ধারণে

☐ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
ধর্মীয় শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীদের বুদ্ধযুগে এমন একটি জনপদ সম্পর্কে বলেন, যে জনপদে বুদ্ধ ২৫ বর্ষাবাসব্রত পালনসহ অনেক ধর্মোপদেশ দান করেছিলেন।

১৮. উদ্দীপকে ধর্মীয় শিক্ষকের বর্ণনায় কোন জনপদটি ইঙ্গিত রয়েছে?
ক) কাসী খ) মগধ গ) বজ্জি ঘ) কোশল

১৯. মানুষ নেতিবাচক কাজে সম্পৃক্ত হয়—
i. ধর্ম পালনে অনাগ্রহ থাকায় ii. অকুশল চেতনায় বশবর্তী হওয়ায়
iii. পরমসুখ পাওয়ায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

২০. সিগালোবাদ সূত্রমতে, পশ্চিম দিকে নমস্কারের অর্থ কী?
ক) শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের প্রতি কর্তব্য পালন করা
খ) মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য পালন করা
গ) স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য পালন করা
ঘ) আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের প্রতি কর্তব্য পালন করা

২১. শুক সন্তান ক্লান্তিবোধ করেছিল কেন?
ক) আমের রস বেশি খাওয়ায় খ) দীর্ঘপথ অতিক্রম করায়
গ) বৃদ্ধ মা বাবার কথা চিন্তা করায় ঘ) সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপের কথা ভেবে

☐ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
অসীম বড়ুয়া জনপ্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার সাথে সাথে এলাকার উন্নয়নে অনেক পদক্ষেপ নেন। শিক্ষার্থীরা যেন অবসর সময়ে পাঠাগারে বই, পত্রিকা পড়তে পারে তার ব্যবস্থা করেন। এছাড়াও রাস্তাঘাট মেরামত করা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাসহ জনহিতকর কাজ করেন। তিনি নিজে ভালো আচরণ ও সহযোগিতামূলক মনোভাব পোষণ করেন। তাছাড়া এলাকার সবাইকে ভালো কাজ করার উপদেশ দেন।

২২. উদ্দীপকের ঘটনাটি কোন জাতির সাথে সম্পৃক্ত?
ক) সেরিবানিজ খ) শুক গ) সুখবিহারী ঘ) জনসন্ধ

২৩. অসীম বড়ুয়ার কর্মকাণ্ডের শিক্ষণীয় দিক হলো—
i. যথাযথ শিক্ষা অর্জন করা ii. কুশল কর্ম সম্পাদনে সচেতন থাকা
iii. অধিক ধন-সম্পদ সঞ্চয় করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৪. বৌদ্ধদের জন্য পরম আকাঙ্ক্ষিত বিষয় কী?
ক) ধ্যান খ) সমাধি গ) প্রজ্ঞা ঘ) নির্বাণ

২৫. ব্রাহ্মণদের প্রধান কাজ ছিল কোনটি?
ক) দেশ পরিচালনা করা খ) অপরের জন্য কাজ করা
গ) পূজা অর্চনা ও উপদেশ দেয়া ঘ) উৎপাদনে সহযোগিতা করা

২৬. সেরিবানিজ জাতকের উপদেশ কী?
ক) ভোগে নয়, ত্যাগেই সুখ খ) গুরুজনের কথা মেনে চলতে হয়
গ) লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু ঘ) রাজা ধার্মিক হলে প্রজারাও ধার্মিক হন

☐ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২৭ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
শ্রদ্ধেয় রত্নপ্রিয় মহাস্থবির দেশনায় বলেন, সুজন চাকমা দরিদ্র পরিবারে জন্ম নিয়ে মেধা ও পরিশ্রমের কারণে উচ্চপদে চাকরি করেন। অপরদিকে অমল ধনী পরিবারের সদস্য হয়েও তার ভালো চাকরি হয়নি। মানুষের এরকম তারতম্যের কারণ হলো কর্মফল।

২৭. উদ্দীপকে বর্ণিত সুজন চাকমার ভালো চাকরি করার কারণ হলো—
ক) ধর্মের হেতু খ) সুকর্মের হেতু গ) জন্মের হেতু ঘ) অভিজ্ঞতার হেতু

২৮. সুজন এবং অমলের কর্মজীবনের তারতম্য হয়েছিল—
ক) দানের জন্য খ) কর্মের জন্য গ) শীলের জন্য ঘ) ভাবনার জন্য

২৯. বিশাখা ছোটবেলায় কেমন ছিলেন?
ক) দয়ালু খ) উদার গ) ধার্মিক ঘ) কল্যাণকামী

৩০. মৌদ্গল্যায়ন ঘাতক কর্তৃক আক্রান্ত হন কেন?
ক) স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালে যাওয়ার কারণে খ) পূর্বজন্মের পারমী পূরণ না করার
গ) নির্বাণ লাভ না করায় ঘ) পূর্বজন্মের কৃতকর্মের কারণে

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

ঢাকা, যশোর, বরিশাল বোর্ড-২০২৫

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল) **বিষয় কোড : 1 1 3**

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :**ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো ৭টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। দয়াল ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত দাদুকে দেখতে হাসপাতালে যান। যেখানে জীবনের বিভিন্ন পরিণতি দেখে তিনি ব্যথিত হন। ফেরার পথে দাদুর সুস্থতা কামনায় বিহারে প্রদীপ প্রজ্বলন করেন। সেখানে শান্ত, সৌম্য, ভাবনারত ভিক্ষুদের দেখতে পান। অন্যদিকে সন্তানহারা বিমলা বড়ুয়া বিহারাধ্যক্ষের শরণাপন্ন হয়ে প্রাণভিক্ষার সহায়তা লাভের প্রার্থনা করলেন। এতে বিহারাধ্যক্ষ মহোদয় দেশনায় তাকে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে বোঝাতে সক্ষম হন। পরিশেষে তিনি ধর্মীয় জীবনাচরণে সচেষ্ট হন।

ক. বুদ্ধ প্রথম প্রহরে কী অবগত হলেন? ১
খ. শাক্যরাজা সিদ্ধার্থকে গৃহত্যাগের অনুমতি দিয়েছিলেন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দয়ালের চরিত্রে সিদ্ধার্থের জীবনের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বিমলা বড়ুয়ার জীবনে সঠিক ধর্মীয়বোধের উন্মেষ ঘটেছে– পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২। শ্রদ্ধেয় ধর্মপ্রিয় স্থবির একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সুখীপুর গ্রামে যাওয়ার জন্য মনস্থির করেন। এজন্য গ্রামবাসীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু বৃষ্টির কারণে গ্রামের রাস্তা চলাচলের অনুপযোগী হয়ে উঠে। নির্ধারিত দিনে ধর্মপ্রিয় স্থবির গ্রামে এসে পৌঁছলেন। গ্রামবাসীকে স্বপন রাস্তার খারাপ অবস্থার কথা চিন্তা করে তার শরীরের উপর দিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করলেন। স্বপন ভবিষ্যতে সর্বোত্তম জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার জন্য ধর্মপ্রিয় স্থবিরের নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।

ক. প্রত্যেক বুদ্ধ কাকে বলে? ১
খ. বোধিসত্ত্বকে বুদ্ধাঙ্কুর বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. শ্রদ্ধেয় ধর্মপ্রিয় স্থবিরের মধ্যে কোন বুদ্ধের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. শ্রদ্ধেয় ধর্মপ্রিয় স্থবিরের কাছে স্বপন যে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছিলেন তার ফলাফল পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩। ধর্মীয় শিক্ষিকা কলিকা চাকমা শিক্ষক দিবস উপলক্ষে শিক্ষার্থীদেরকে একটি করে ধর্মীয় বই উপহার দেন। তারপর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বললেন, বইগুলো পড়লে তোমরা সুশৃঙ্খল ও নিয়মানুবর্তিতা সম্বন্ধে জানবে। অপরদিকে চম্পা চাকমা পরিবারের সদস্যদের সাথে একটি ধর্মীয় বই নিয়ে আলোচনা করেন। উক্ত বইটির মূল আলোচ্য বিষয় হলো বৌদ্ধ দর্শন ও পরমার্থসত্য। এ বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান থাকলে সহজভাবে ধর্মদেশনাও করা যায়।

ক. মজ্ঝিম নিকায় বলতে কী বোঝায়? ১
খ. আনন্দকে 'ধর্মভান্ডারিক' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে শিক্ষিকার উপহার দেওয়া বইটি কোন নিকায়ের সাথে মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. চম্পা চাকমার আলোচনার বিষয় কোন পিটকের প্রতিফলন বলে তুমি মনে করো? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪। ধর্মেশ চৌধুরী সপরিবারে বেড়াতে যান। সেই স্থানের প্রকৃতির মনোরম পরিবেশে তারা কিছুদিন অবস্থান করার ইচ্ছা পোষণ করলেন। কিন্তু সন্ধ্যার পর চারপাশের বিকট শব্দে তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তিনি স্থানীয় বিহার পরিদর্শনে গেলে বিহারাধ্যক্ষকের সাথে ঐ ঘটনাটি সম্পর্কে আলোচনা করেন। এক পর্যায়ে বিহারাধ্যক্ষ ঐ এলাকায় ভিক্ষুদের সমন্বয়ে বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণী পাঠের ব্যবস্থা করেন।

ক. বৈশালী কেমন নগরী ছিল? ১
খ. লিচ্ছবি কুমারগণ বুদ্ধের নিকট গিয়েছিলেন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বিহারাধ্যক্ষ কোন সূত্র পাঠের ব্যবস্থা করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ভিক্ষুদের উদ্যোগের ফলে ঐ স্থানের উদ্ভূত পরিস্থিতি নিরসন হওয়া সম্ভব– উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫। পূর্ণিমা মারমা অত্যন্ত গরীব কিন্তু মেধাবী। সে গ্রামের পাশে একটি বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে বৃদ্ধদের সেবা করে। এছাড়াও শীল পালন করায় তাকে সবাই ভালোবাসে। অপরদিকে নিপু বড়ুয়া ধনী পরিবারের সন্তান কিন্তু সৎ নয়। সে গুরুজনদের শ্রদ্ধা করে না এবং মাতা-পিতার অবাধ্য হয়ে চলাফেরা করে। তাই সবাই তাকে অপছন্দ করে।

ক. কর্ম কীভাবে সংঘটিত হয়? ১
খ. রাজা ও দীর্ঘায়ু কুমারের উপর কীভাবে অদৃষ্ট ফলের প্রভাব পড়েছিল? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. পূর্ণিমার কর্মকান্ডের সাথে কোন কর্মের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. নিপু বড়ুয়ার আচরণের প্রেক্ষিতে যে ফল ভোগ করবে তা ধর্মীয় আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৬।

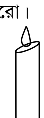

চিত্র-১ : প্রজ্বলিত মোমবাতি

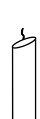

চিত্র-২ : আলোবিহীন মোমবাতি

ক. নির্বাণ বলতে কী বোঝায়? ১
খ. বৌদ্ধরা নির্বাণ কামনা করেন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ১নং চিত্রে বর্ণিত প্রজ্বলিত মোমবাতির বিষয়টি কোন নির্বাণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ২নং চিত্রের দ্বারা বুদ্ধের পরিনির্বাণের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পেয়েছে— মতামত দাও। ৪

৭। **ঘটনা-১ :** শ্রদ্ধেয় জ্ঞানজ্যোতি স্থবির ভিক্ষুসঙ্ঘের নির্বাচিত সভাপতি। সঙ্ঘের সভায় সিদ্ধান্তক্রমে সুমনানন্দ ভিক্ষুকে বিদেশে ধর্মদেশনার জন্য মনোনীত করা হয়। কিন্তু তাঁর কাগজপত্রে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। পরবর্তীতে তাঁর কাগজপত্র সংশোধন করে যথাসময়ে বিদেশে ধর্মদেশনায় উপস্থিত হন।

ঘটনা-২ : তরুন চৌধুরী একজন শিল্প কারখানার মালিক। তিনি সুচারুভাবে কর্মচারীদের দায়িত্ব বণ্টনের বিষয়টি দেখাশোনা করতেন। কিছু অসাধু কর্মচারি কারখানার আইন বহির্ভূত কার্যক্রমে লিপ্ত হলে তাদেরকে চাকরি থেকে বহিস্কার করে দেন।

ক. সুভদ্র কে ছিলেন? ১
খ. ধর্ম মহামাত্র বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ঘটনা-১ এর ঘটনাটি কোন সঙ্গীতির সাথে সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ঘটনা-২ এর বর্ণিত বিষয়টির ফলাফল সঙ্গীতির আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৮। তন্ময় চাকমা দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী। সে একটি কাহিনী পড়ে জানতে পারে, পিতা-মাতার আদেশ, উপদেশ মেনে না চললে বিপদের সম্মুখীন হতে চায। সন্তানের অমঙ্গল হোক তা কোনো পিতা-মাতা কামনা করেন না। অপরদিকে 'প' নামক প্রশাসক নিজ কর্মস্থলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকেক নিয়ে কর্মব্যস্ত থাকেন। তাঁর দিনরাত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করতে হয়। এতে তিনি কোনো বিশ্রাম ও সুখ পেতেন না। একদা বিহারে গিয়ে তিনি প্রব্রজিত হন এবং সুখানুভব করেন।

ক. দশরাজধর্ম কী? ১
খ. সোনার থালা সম্পর্কে বোধিসত্ত্ব বুড়িকে কী বলেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে তন্ময় চাকমার কর্মকাণ্ড জাতকের কোন কাহিনীর প্রতিফলন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'প' নামক প্রশাসক পরিবর্তিত জীবনে যে সুখ অনুভব করেছিলেন তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৯। কল্যাণী চৌধুরি বাল্যকাল থেকে ধার্মিক ছিলেন। তিনি বিহারে গিয়ে ভিক্ষুসঙ্ঘদের সেবাযত্ন ও খাদ্যদ্রব্য দান দিতেন। তাঁর দান-চেতনা ও উদারতার কারণে মহাউপাসিকা খ্যাতি লাভ করেন। অপরদিকে বৃষ্টি বড়ুয়া সামান্য চাকরি করে সৎভাবে জীবনযাপন করতেন। অফিসে তিনি ভালো ব্যবহার করে সবার মন জয় করেন। কারোর কোনো সমস্যা দেখা দিলে যুক্তি দিয়ে তার সমাধান দিতেন।

ক. সারিপুত্রের প্রধান উপদেশ কী ছিল? ১
খ. শীলভদ্রকে নিয়ে আমরা কেন গর্ব করি? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের কল্যাণী চৌধুরির চরিত্রের সাথে চরিতমালার কার চরিত্রের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বৃষ্টি বড়ুয়ার চরিত্রটি কোন থেরীর চরিত্রের প্রতিফলন? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১০। দৃশ্যকল্প-১ : শ্রদ্ধেয় ধর্মশ্রী ভিক্ষু সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তিনি সকল প্রাণীর কল্যাণ কামনা করেন, দুঃখ হতে মুক্তি পেতে চান, অনিত্যতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে মগ্ন থেকে জীবনযাপন করেন।

দৃশ্যকল্প-২ : শ্রদ্ধেয় বুদ্ধশ্রী মহাস্থবির দেশনায় বলেন, ভিক্ষুদের সাতটি পালনীয় কর্তব্য রয়েছে। এগুলো পালন করলে ভিক্ষু জীবনে সুদূরপ্রসারী কল্যাণ হবে।

ক. প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা কাকে বলে? ১
খ. আয়-ব্যয় বিষয়ে বুদ্ধ কী উপদেশ দিয়েছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এর শ্রদ্ধেয় ধর্মশ্রী ভিক্ষুর জীবন কোন ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে– ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ শ্রদ্ধেয় বুদ্ধশ্রী মহাস্থবিরের দেশনায় যে সাতটি কর্তব্য পালনের নির্দেশনা ভিক্ষুদের দিয়েছেন সেগুলো পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১১। খুকু মারমার ছোট ছেলের বয়স দশ বছর। তিনি সাতদিনের জন্য ছেলেকে বুদ্ধশাসনে দান করার মনস্থির করেন। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি এবং জিনিসপত্র নিয়ে বিহারের গুরুভান্তের নিকট আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন। অতঃপর সে নিয়মনীতি, ভাবনাদি ও সংযমব্রত পালনে সচেষ্ট হয়। অপরদিকে পলাশ চাকমা পেশায় কৃষিজীবী। তিনি সমাজের সব নিয়মনীতি মেনে চলেন। কেউ মারা গেলে শোক প্রকাশপূর্বক সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। এজন্য সমাজে তার যথেষ্ট সুনাম রয়েছে।

ক. সিগালোবাদ সূত্রের মতে, গৃহীদের উর্ধ্বদিকে নমস্কারের অর্থ কী? ১
খ. ভিক্ষুরা পঞ্চ ভাবনা করেন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রথমাংশের বিষয়টি কাদের নিত্যকর্মের প্রতিফলন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত পলাশ চাকমার আচরণ দ্বারা সমাজে কী প্রভাব পড়বে? মতামত দাও। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা (সকল বোর্ড)

উত্তর	১	ক	২	গ	৩	ক	৪	গ	৫	ক	৬	খ	৭	ঘ	৮	খ	৯	গ	১০	ঘ	১১	খ	১২	ঘ	১৩	ক	১৪	খ	১৫	ক
	১৬	গ	১৭	ক	১৮	ঘ	১৯	ক	২০	গ	২১	খ	২২	ঘ	২৩	ক	২৪	ঘ	২৫	গ	২৬	গ	২৭	খ	২৮	খ	২৯	খ	৩০	ঘ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ দয়াল ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত দাদুকে দেখতে হাসপাতালে যান। যেখানে জীবনের বিভিন্ন পরিণতি দেখে তিনি ব্যথিত হন। ফেরার পথে দাদুর সুস্থতা কামনায় বিহারে প্রদীপ প্রজ্বলন করেন। সেখানে শান্ত, সৌম্য, ভাবনারত ভিক্ষুদের দেখতে পান। অন্যদিকে সন্তানহারা বিমলা বড়ুয়া বিহারাধ্যক্ষের শরণাপন্ন হয়ে প্রাণভিক্ষার সহায়তা লাভের প্রার্থনা করলেন। এতে বিহারাধ্যক্ষ মহোদয় দেশনায় তাকে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে বোঝাতে সক্ষম হন। পরিশেষে তিনি ধর্মীয় জীবনাচরণে সচেষ্ট হন।

ক. বুদ্ধ প্রথম প্রহরে কী অবগত হলেন? ১

খ. শাক্যরাজা সিদ্ধার্থকে গৃহত্যাগের অনুমতি দিয়েছিলেন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দয়ালের চরিত্রে সিদ্ধার্থের জীবনের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিমলা বড়ুয়ার জীবনে সঠিক ধর্মীয়বোধের উন্মেষ ঘটেছে— পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

[ঢা. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বুদ্ধ প্রথম প্রহরে জাতিস্মর জ্ঞান বা পূর্বজন্মের জ্ঞান সম্পর্কে অবগত হলেন।

খ সিদ্ধার্থের দৃঢ় সংকল্প ও সত্যের সন্ধানে তাঁর গভীর আকাঙ্ক্ষা দেখে শাক্যরাজা সিদ্ধার্থকে গৃহত্যাগের অনুমতি দিয়েছিলেন। চার নিমিত্ত দর্শনের পর সিদ্ধার্থ দুঃখমুক্তির সন্ধানে গৃহত্যাগ করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি পিতার অনুমতি নেওয়ার জন্য শাক্যরাজ শুদ্ধোধনের নিকট গিয়ে তাঁর সংকল্পের কথা জানালেন। শাক্যরাজা পুত্রের কথা শুনে বজ্রাহত হলেন এবং তাঁকে গৃহত্যাগ করতে দিতে চাননি। পরবর্তীতে সিদ্ধার্থ যখন মানবজীবনের দুঃখ-কষ্ট (জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু) প্রত্যক্ষ করে সংসারজীবনের প্রতি বিমুখ হন এবং নির্বাণের সন্ধানে গৃহত্যাগ করতে সংকল্পবদ্ধ হন, তখন শাক্যরাজা সিদ্ধার্থকে বাধা দিতে পারেন নি।

গ দয়ালের চরিত্রে সিদ্ধার্থের জীবনের চারি নিমিত্ত দর্শনের দিকটি ফুটে উঠেছে।

সিদ্ধার্থ গৌতম একদিন সারথি ছন্দককে নিয়ে নগরভ্রমণে বের হলেন। কুমার সুসজ্জিত নগরীর মধ্য দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ এক বৃদ্ধকে দেখতে পেলেন। সে ছিল দুর্বল। সিদ্ধার্থ সারথি ছন্দককে জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে? সাদা চুল, স্থূল চর্ম, দুর্বল শরীর, ছন্দক তাকে জানাল বয়সের কারণে তার এ অবস্থা। বয়স বাড়লে সবারই এমন হয়। পরদিন আবার সিদ্ধার্থ নগরে ভ্রমণে বের হলেন এবং একটি গাছের তলায় এক ব্যাধিগ্রস্ত লোককে দেখতে পেলেন। সিদ্ধার্থ ছন্দককে, লোকটির কী হয়েছে? এ ব্যাপারে জানতে চাইলে ছন্দক জানালেন ও ব্যাধিগ্রস্ত। এভাবে তৃতীয় এবং চতুর্থ দিন ভ্রমণে বের হয়ে সিদ্ধার্থ একজন মৃত মানুষের শবদেহ ও একজন সন্ন্যাসীকে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দেখলেন। এভাবেই সিদ্ধার্থ নগরভ্রমণে বেরিয়ে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ও সন্ন্যাসী দেখে মানব জীবনের পরিণতি সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন।

উদ্দীপকের দয়াল হাসপাতালে গিয়ে জীবনের বিভিন্ন পরিণতি দেখে ব্যথিত হন। যা সিদ্ধার্থের জীবনের চারি নির্মিত্ত দর্শনেরই অনুরূপ।

ঘ বিমলা বড়ুয়ার জীবনে সঠিক ধর্মীয়বোধের উন্মেষ ঘটেছে— উক্তিটি যথার্থ।

জীবের জীবন জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খলে আবদ্ধ। তাই জীবের জীবনে দুঃখ বার বার আঘাত হানে। এ দুঃখ থেকে মুক্তির একমাত্র পথ নির্বাণ সাধনা করা। নির্বাণ সাধনার মাধ্যমে আমরা তৃষ্ণার ক্ষয় করে পরম সুখ লাভ করতে পারি। এছাড়াও দুঃখ থেকে মুক্তির জন্য আমাদের চারি আর্যসত্য উপলব্ধি করতে হবে এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্পর্কে জানতে হবে। সিদ্ধার্থ গৌতম মানব জীবনের চারি নিমিত্ত দর্শন করে গৃহত্যাগ করেন এবং কঠোর সাধনার মাধ্যমে বোধিজ্ঞান লাভ করে 'বুদ্ধ' হন এবং আবিষ্কার করে দুঃখ নিরোধের উপায় আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। গৌতম বুদ্ধ এভাবেই জীবনের রহস্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

উদ্দীপকের বিমলা বড়ুয়া তার সন্তানকে হারিয়ে প্রাণভিক্ষার সহায়তার জন্য বিহারাধ্যক্ষের শরণাপন্ন হন। বিহারাধ্যক্ষ মহোদয় দেশনায় তাকে চার আর্যসত্য ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্পর্কে বোঝান। এতে তার জীবনে সঠিক ধর্মীয়বোধের উন্মেষ ঘটে।

প্রশ্ন ▸ ০২ শ্রদ্ধেয় ধর্মপ্রিয় স্থবির একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সুখীপুর গ্রামে যাওয়ার জন্য মনস্থির করেন। এজন্য গ্রামবাসীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু বৃষ্টির কারণে গ্রামের রাস্তা চলাচলের অনুপযোগী হয়ে উঠে। নির্ধারিত দিনে ধর্মপ্রিয় স্থবির গ্রামে এসে পৌঁছলেন। গ্রামবাসীকে স্বপন রাস্তার খারাপ অবস্থার কথা চিন্তা করে তার শরীরের উপর দিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করলেন। স্বপন ভবিষ্যতে সর্বোত্তম জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার জন্য ধর্মপ্রিয় স্থবিরের নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।

ক. প্রত্যেক বুদ্ধ কাকে বলে? ১

খ. বোধিসত্ত্বকে বুদ্ধাঙ্কুর বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. শ্রদ্ধেয় ধর্মপ্রিয় স্থবিরের মধ্যে কোন বুদ্ধের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. শ্রদ্ধেয় ধর্মপ্রিয় স্থবিরের কাছে স্বপন যে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছিলেন তার ফলাফল পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

[ঢা. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক যারা সম্যক সম্বুদ্ধের দেশিত সাধন প্রণালি অনুশীলন করে আত্মমুক্তির সাধনায় সর্ব তৃষ্ণা ক্ষয় করে তাঁদেরকে প্রত্যেক বুদ্ধ বলে।

খ বোধিসত্ত্ব জ্ঞান অর্জনের সাধনা করে বুদ্ধত্ব লাভ করেন বলে বোধিসত্ত্বকে বুদ্ধাঙ্কুর বলা হয়।

'বোধি' ও 'সত্ত্ব' দুটি শব্দের সমন্বয়ে 'বোধিসত্ত্ব' শব্দটি গঠিত। যার অর্থ হলো– যার মধ্যে বোধি (বুদ্ধত্ব) লাভের সংকল্প বা সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি ধাপে ধাপে সাধনা ও প্রজ্ঞা অর্জনের মাধ্যমে একদিন বুদ্ধত্ব লাভ করবেন। তাই তাকে বুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনাময় অঙ্কুর হিসেবে দেখা হয়– এ কারণে বোধিসত্ত্বকে বুদ্ধাঙ্কুর বলা হয়।

গ শ্রদ্ধেয় ধর্মপ্রিয় স্থবিরের মধ্যে দীপঙ্কর বুদ্ধের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

একদা দীপঙ্কর বুদ্ধ স্বশিষ্য অমরাবতী নগরে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। অমরাবতী নগরের যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন উন্নত ছিল না। তখন ছিল বর্ষাকাল। বৃষ্টিতে পথঘাট কর্দমাক্ত ছিল। নগরবাসীগণ বুদ্ধের যাতায়াতের জন্য রাস্তা মেরামতে ব্যস্ত ছিলেন। সুমেথ তাপসও সবার সাথে কাজে অংশ দিলেন। পথিমধ্যেই দীপঙ্কর বুদ্ধ শিষ্যদের নিয়ে অসমাপ্ত রাস্তার কাছে এসে পড়েছেন। তখনও কয়েক হাত রাস্তার কাছে এসে পড়েছেন। তখনও কয়েক হাত রাস্তার কাজ বাকি। নগরবাসী চিন্তায় পড়ে গেলেন। সুমেথ তাপস উপায়ান্তর না দেখে কর্দমাক্ত রাস্তার উপর শুয়ে পড়লেন। অত্যন্ত বিনীতভাবে তিনি দীপঙ্কর বুদ্ধকে অনুরোধ করলেন তাঁর শায়িত দেহের ওপর দিয়ে যাওয়ার জন্য। অতঃপর দীপঙ্কর বুদ্ধ তাঁর অনুরোধ রক্ষা করলেন। উদ্দীপকের ধর্মপ্রিয় স্থবির চরিত্রটির সাথে পাঠ্যবইয়ে পঠিত দীপঙ্কর বুদ্ধ ও সুমেথ তাপসের কাহিনীটির মিল পাওয়া যায়। কাজেই, একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, শ্রদ্ধেয় ধর্মপ্রিয় স্থবিরের মধ্যে দীপঙ্কর বুদ্ধের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকের শ্রদ্ধেয় ধর্মপ্রিয় স্থবিরের কাছে স্বপন সর্বোত্তম জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। যার ফলে তিনি প্রজ্ঞাধিক বোধিসত্ত্ব অর্জন করতে সমর্থ হবেন।

'বোধি' শব্দের অর্থ পরম জ্ঞান। যিনি বোধি বা জ্ঞানে পরিপূর্ণতা লাভ করেন তিনিই হন বুদ্ধ। অর্থাৎ যিনি চরিত্রের চরম উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হন, তিনি বুদ্ধ নামে পরিচিত হন।

উদ্দীপকের ধর্মপ্রিয় স্থবিরের কাছে স্বপন সর্বোত্তম জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছিলেন এবং এটি যদি সে পরিপূর্ণভাবে পালন করতে পারেন তবে সে প্রজ্ঞাধিক বোধিসত্ত্বরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। তার লক্ষ্য হবে প্রজ্ঞা সাধনা। সে প্রজ্ঞা সাধনাকে সর্বাগ্রে স্থান দেবে। এ স্তরের প্রজ্ঞা পারমীর অনুশীলনের মাধ্যমে স্বীয় চিত্তকে নিয়ন্ত্রণে এনে অন্য পারমীর পূর্ণতাসাধনে সচেষ্ট হবেন। তিনি বিশ্লেষণধর্মী হবে। তিনি তার প্রজ্ঞার আলোকে প্রত্যেকটি বিষয় বিচার বিশ্লেষণ করবেন। অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে তার স্বীয় পথ পরিক্রমায় অগ্রহর হবেন।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, স্বপন ধর্মপ্রিয় স্থবিরের যে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছিলেন তার ফলশ্রুতিতে তিনি প্রজ্ঞাধিক বোধিসত্ত্ব অর্জনে সমর্থ হবেন।

প্রশ্ন ▸ ০৩ ধর্মীয় শিক্ষিকা কলিকা চাকমা শিক্ষক দিবস উপলক্ষে শিক্ষার্থীদেরকে একটি করে ধর্মীয় বই উপহার দেন। তারপর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বললেন, বইগুলো পড়লে তোমরা সুশৃঙ্খল ও নিয়মানুবর্তিতা সম্বন্ধে জানবে। অপরদিকে চম্পা চাকমা পরিবারের সদস্যদের সাথে একটি ধর্মীয় বই নিয়ে আলোচনা করেন। উক্ত বইটির মূল আলোচ্য বিষয় হলো বৌদ্ধ দর্শন ও পরমার্থসত্য। এ বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান থাকলে সহজভাবে ধর্মদেশনাও করা যায়।

ক. মজ্ঝিম নিকায় বলতে কী বোঝায়? ১

খ. আনন্দকে 'ধর্মভান্ডারিক' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে শিক্ষিকার উপহার দেওয়া বইটি কোন নিকায়ের সাথে মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চম্পা চাকমার আলোচনার বিষয় কোন পিটকের প্রতিফলন বলে তুমি মনে করো? বিশ্লেষণ করো। ৪

[ঢা. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক সূত্র পিটকের দ্বিতীয় ভাগকে মজ্ঝিম নিকায় বলে। এ নিকায় দান, শীল, ভাবনা, নির্বাণসহ প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

খ বুদ্ধশিষ্য আনন্দ বুদ্ধভাষিত সূত্রসমূহ ধারণ করে রাখতেন বলে তাঁকে 'ধর্মভাডারিক' বলা হয়।

বুদ্ধ যে সকল ধর্মোপদেশ দান করতেন তা বুদ্ধের শিষ্যরা সহজে স্মৃতিতে ধারণ করে রাখতেন। আনন্দ ছিল তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আনন্দ ছিলেন সূত্রধর। তিনি বুদ্ধের উপদেশ ও ধর্মদেশনা সবচেয়ে বেশি স্মরণ ও সংরক্ষণ করেছিলেন। আনন্দের স্মরণশক্তি এতই প্রখর ছিল যে তিনি বুদ্ধের ধর্মদেশনা হুবহু মনে রাখতে পারতেন। এজন্য তাঁকে 'ধর্মভাডারিক' অর্থাৎ ধর্মের ভাডার বা সংরক্ষণ বলা হয়।

গ উদ্দীপকের শিক্ষিকার উপহার দেওয়া বইটি বিনয় নিকায়ের সাথে মিল রয়েছে।

বিনয়ের অপর নাম 'নিয়ম', 'নীতি' বা 'শৃঙ্খলা' ইত্যাদি। বিনয়কে সহজ অর্থে 'শীল' বলা হয়। শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন সুখের ও শান্তির জীবন। পৃথিবীতে সাধারণত নিয়মভঙ্গের কারণেই নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাই জীবনে নিয়ম মেনে চলা অত্যাবশ্যক। বিনয় নিকায়ে নিয়ম শৃঙ্খলা ও মানুষের আচার-আচরণ সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে। নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য এ বিধানগুলো খুবই প্রয়োজন। অসংযম, আলস্য, প্রমোদ, অনৈতিকতা, অমিতব্যয়িতা, লোভ, দ্বেষ, মোহ, দুঃশীলতা সকল প্রকার উন্নতির পরিপন্থী। তাই আমাদের নিয়ম-শৃঙ্খলা, সংযম, চরিত্রবল, শীল, সমাধি, উদ্যাম, নিয়মানুবর্তিতা, সৎকর্ম ইত্যাদি পালন করতে হবে। আর এ সকল বিষয় আমরা বিনয় নিকায় অধ্যয়নের মাধ্যমে জানতে পারি।

উদ্দীপকের শিক্ষিকা কলিকা চাকমা শিক্ষার্থীদের মাঝে যে বইটি উপহার দিয়েছেন তা অধ্যয়ন করে শিক্ষার্থীরা সুশৃঙ্খল ও নিয়মানুবর্তিতা সম্পর্কে জানতে পারবে। যা ত্রিপিটকের বিনয় নিকায়ের সাথে মিলে যায়।

ঘ চম্পা চাকমার আলোচনার বিষয় অভিধর্ম পিটকের প্রতিফলন বলে আমি মনে করি। নিম্নে এ মতের স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা হলো :

মহামতি বুদ্ধের মুখ নিঃসৃত অমূল্য বাণীর সংকলন হলো 'ত্রিপিটক'। ত্রিপিটকের তৃতীয় বা শেষ ভাগ হলো অভিধর্ম পিটক। বৌদ্ধ ধর্ম-

দর্শনের আলোচনার গ্রন্থটি পূর্ণ। এ পিটকে দার্শনিক ও নৈতিক বিষয়সমূহের সূক্ষ্ম ও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে উপস্থাপন করা হয়েছে। গ্রন্থটির মূল আলোচ্য বিষয় বৌদ্ধদর্শন ও পরমার্থ সত্য। যথা- স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, চ্যুতি, প্রতিসন্ধি, বল, নির্বাণ ও প্রজ্ঞপ্তি ইত্যাদি। অভিধর্ম পিটকে বৌদ্ধ মননশীলতার চরম বিকাশ ঘটে। অভিধর্ম বিষয়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞান ব্যতীত কেউ উত্তম ধর্ম দেশনা করতে পারে না। বুদ্ধের মনস্তাত্ত্বিক উপদেশ অভিধর্মের মূল বিষয়বস্তু।

চম্পা চাকমার আলোচনায় যে বইটি ছিল তার মূল আলোচ্য বিষয় হলো বৌদ্ধ দর্শন ও পরমার্থসত্য। যা ত্রিপিটকের তৃতীয় বা শেষ ভাগ অভিধর্ম পিটকেরও মূল আলোচ্য বিষয় এবং এ পিটকের বিষয়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞান ব্যতীত কেউ সহজভাবে ধর্মদেশনাও করতে পারে না।

অতএব, উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, চম্পা চাকমার আলোচনার বিষয় ত্রিপিটকের তৃতীয় বা শেষ ভাগ অভিধর্ম পিটকেরই প্রতিফলন। যা বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শনের বিষয়সমূহ আলোচনার জন্য অত্যন্ত গরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ।

প্রশ্ন ▶ ০৪ ধর্মেশ চৌধুরী সপরিবারে বেড়াতে যান। সেই স্থানের প্রকৃতির মনোরম পরিবেশে তারা কিছুদিন অবস্থান করার ইচ্ছা পোষণ করলেন। কিন্তু সন্ধ্যার পর চারপাশের বিকট শব্দে তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তিনি স্থানীয় বিহার পরিদর্শনে গেলে বিহারাধ্যক্ষকের সাথে ঐ ঘটনাটি সম্পর্কে আলোচনা করেন। এক পর্যায়ে বিহারাধ্যক্ষ ঐ এলাকায় ভিক্ষুদের সমন্বয়ে বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণী পাঠের ব্যবস্থা করেন।

ক. বৈশালী কেমন নগরী ছিল? ১

খ. লিচ্ছবি কুমারগণ বুদ্ধের নিকট গিয়েছিলেন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বিহারাধ্যক্ষ কোন সূত্র পাঠের ব্যবস্থা করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ভিক্ষুদের উদ্যোগের ফলে ঐ স্থানের উদ্ভূত পরিস্থিতি নিরসন হওয়া সম্ভব— উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[ঢা. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক বৈশালী ভারতের লিচ্ছবিদের একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ নগরী ছিল।

খ বৈশালীবাসীর দুর্দশা দূর করার জন্য বৈশালীতে বুদ্ধকে নিয়ে আসার জন্য লিচ্ছবি কুমারগণ বুদ্ধের নিকট গিয়েছিলেন।

তথাগত বুদ্ধের সময়ে বৈশালী ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ এক নগরী। কিন্তু হঠাৎ দুর্ভিক্ষ, অমনুষ্য ও মহামারীর উপদ্রবে পড়ে বৈশাখীবাসী। তখন রাজা ভাবলেন বুদ্ধ আসলে মানুষদের এই দুর্দশা কেটে যাবে। সবার প্রাণ রক্ষা পাবে। মনোবল ফিরে পাবে এবং সমস্ত ভয় ও অমঙ্গল কেটে যাবে। তাই বৈশালীর রাজা বুদ্ধকে নিয়ে আসার জন্য লিচ্ছবি কুমারগণকে বিভিন্ন উপঢৌকনসহ বুদ্ধের নিকট পাঠান।

গ উদ্দীপকের বিহারাধ্যক্ষ 'করণীয় মৈত্রী সূত্র' পাঠের ব্যবস্থা করেছিলেন।

প্রত্যেক জীবের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করাই করণীয় মৈত্রী সূত্রের মূল কথা। একদা বর্ষাবাসের জন্য ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীর একটি বনে গেলেন। সেই বনের মধ্যে ছিল বহু বৃক্ষদেবতা। তারা ভিক্ষুদের শীলতেজ সহ্য করতে না পেরে পরিবার পরিজন নিয়ে যত্রতত্র পালিয়ে বেড়াতে লাগল। ভিক্ষু যখন কিছুতেই বন ছেড়ে যাচ্ছিল না তখন বৃক্ষদেব তারা তাঁদের বিতাড়িত করতে ভয়ংকর আকৃতির মূর্তি ধারণ করল এবং ভিক্ষুদের সামনে তারা ভীষণ চিৎকার করে ভয় দেখাতে লাগল। ভিক্ষুরা ভয় পেয়ে শ্রাবস্তীতে ভগবান বুদ্ধের কাছে চলে এলেন। বুদ্ধ সব ঘটনা শুনে 'করণীয় মৈত্রী সূত্র' দেশনা করলেন। এভাবেই ভিক্ষুরা বৃক্ষদেবতাদের উপদ্রব থেকে রক্ষা পেলেন।

উদ্দীপকের বিহারাধ্যক্ষও বুদ্ধের দেশনাকৃত 'করণীয় মৈত্রী সূত্র' পাঠের মাধ্যমে চারপাশের বিকট শব্দ দূরীভূত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

ঘ হ্যাঁ, ভিক্ষুদের উদ্যোগের ফলে ঐ স্থানের উদ্ভূত পরিস্থিতি নিরসন হওয়া সম্ভব। এ উত্তরের স্বপক্ষে আমার যুক্তি নিচে উপস্থাপন করা হলো।

ভগবান বুদ্ধের দেশনাকৃত 'করণীয় মৈত্রী সূত্র' পাঠ করে আমরা নিজেদের মধ্যে অন্য যে কারো প্রতি মৈত্রী ভাব জাগ্রত করতে পারব। কোনো জীবকে অবহেলা না করা, কারো অমঙ্গল কামনা না করা, সর্বদা সকল জীবের প্রতি মৈত্রী ভাবনা করাই এ সূত্রের নৈতিক শিক্ষা। এ সূত্র হিংসা পরিত্যাগ ও ক্রোধ দমন করতে সাহায্য করে। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ যথার্থরূপে অনুসরণে প্রেরণা যোগায়। ফলে তাঁর দ্বারা কোনো অকুশল কর্ম সম্পাদনও সম্ভব হয় না। এভাবে মৈত্রী ভাবনাকারী তৃষ্ণা নিরোধ করে পুনর্জন্ম রোধ করেন এবং নির্বাণ লাভ করতে সক্ষম হন।

ভগবান বুদ্ধ যেমনি করণীয় মৈত্রী সূত্র দেশনার মাধ্যমে ভিক্ষুদের রক্ষা করেছেন ঠিক তেমনি ধর্মেশ চৌধুরির উদ্ভূত পরিস্থিতি নিরসন করার জন্য ভিক্ষুদের উদ্যোগ তথা করণীয় মৈত্রী সূত্র পাঠ একটি অত্যন্ত সময়োপযোগী ও ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত। এর ফলে ধর্মেশ চৌধুরী ও তার সঙ্গে বসবাসকারীগণ নিরপদ্রব্য বা শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারবে।

অতএব, উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ভিক্ষুদের করণীয় মৈত্রীসূত্র পাঠের মাধ্যমে ঐ স্থানের উদ্ভূত পরিস্থিতি নিরসন করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ০৫ পূর্ণিমা মারমা অত্যন্ত গরীব কিন্তু মেধাবী। সে গ্রামের পাশে একটি বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে বৃদ্ধদের সেবা করে। এছাড়াও শীল পালন করায় তাকে সবাই ভালোবাসে। অপরদিকে নিপু বড়ুয়া ধনী পরিবারের সন্তান কিন্তু সৎ নয়। সে গুরুজনদের শ্রদ্ধা করে না এবং মাতা-পিতার অবাধ্য হয়ে চলাফেরা করে। তাই সবাই তাকে অপছন্দ করে।

ক. কর্ম কীভাবে সংঘটিত হয়? ১

খ. রাজা ও দীর্ঘায়ু কুমারের উপর কীভাবে অদৃষ্ট ফলের প্রভাব পড়েছিল? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. পূর্ণিমার কর্মকাণ্ডের সাথে কোন কর্মের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নিপু বড়ুয়ার আচরণের প্রেক্ষিতে যে ফল ভোগ করবে তা ধর্মীয় আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

[ঢা. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক কায়-বাক্য ও মন এই ত্রিদ্বারে কর্ম সংগঠিত হয়।

খ রাজা ও দীর্ঘায়ু কুমারের উপর শুভ অদৃষ্ট ফলের প্রভাব পড়েছিল। যা বৌদ্ধ ধর্মের কর্ম ও ফলের নীতির বাস্তব উদাহরণ।

দীর্ঘায়ু কুমার ও রাজার কাহিনীটি জাতকে বর্ণিত আছে। দীর্ঘায়ু কুমার তাঁর মা-বাবার হত্যাকারী রাজাকে সুযোগ পেয়েও হত্যা করল না। যা তাঁর কুশল চিন্তারই প্রতিফল। এ কারণে দীর্ঘায়ু কুমার ও রাজা শুভ অদৃষ্ট ফলভোগী হবেন।

গ পূর্ণিমার কর্মকাণ্ডের সাথে কুশল কর্মের সাদৃশ্য রয়েছে।

'কুশল' শব্দের সমার্থক শব্দগুলো হলো যথাক্রমে– নিপুণ, শুভ, পুণ্যকর্ম, সৎ, ধার্মিক দোষশূন্য, নির্দোষ, প্রশংসনীয় গুণসম্পন্ন, কল্যাণ, মঙ্গল ইত্যাদি। লোভ, দ্বেষ এবং মোহনীয় চেতনা দ্বারা সম্পাদিত কর্মকে কুশল কর্ম বলে। এ ধরনের কাজে পাপের কোনোরকম স্পর্শ থাকে না। দান, শীল ভাবনা, সেবা, পুণ্যদান, ধর্ম শ্রবণ ইত্যাদি কুশলকর্ম। কুশলকর্ম সম্পাদন করতে হলে কুশল চিত্তের দরকার। এভাবে ভালো কাজ করলে ভালো ফল লাভ করা সম্ভব।

পূর্ণিমা বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে বৃদ্ধদের সেবা করে ও শীল পালন করে। যা, কুশল চিন্তা, চেতনারই বহিঃপ্রকাশ। এ কুশল কর্মের ফলে পূর্ণিমা নির্বাণের পথে এগিয়ে যাবে।

ঘ নিপু বড়ুয়ার আচরণগুলো অকুশল কর্মকে নির্দেশ করে। এ অকুশল কর্মের ফলে সে সর্বত্র নিন্দিত হবে, মোহাবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হবে, মৃত্যুর পর দুর্গতি প্রাপ্ত হবে।

'অকুশল' শব্দের অর্থগুলো হলো– পাপ, দোষ, ত্রুটি, অপুণ্য, অসৎকার্য, অপরাধ, অশুভ কার্য, অনিপুণ, অমঙ্গল কর্ম, অহিতকর, অন্যায়, অনুপযুক্ত, নীতিবিরুদ্ধ, অযথার্থ, নিকৃষ্ট ইত্যাদি। অকুশল কর্মের মধ্যে লোভ, দ্বেষ এবং মোহ বিরাজমান রয়েছে। অকুশলজনিত কাজের ফল সব সময় অকুশল হয়। অকুশল কর্মের জন্য সমাজে মানুষ অপমানিত হয়। মান-সম্মানের হানি হয়। সর্বোপরি সর্বত্র তার নিন্দা প্রচারিত হয়। অকুশল কর্মের ফল সবাইকে ভোগ করতে হয়।

উদ্দীপকের নিপু বড়ুয়ার কর্মকাণ্ডগুলো বৌদ্ধ কর্মবাদ অনুসারে অকুশল কর্মেরই সামিল। এ সকল কর্ম করার জন্য সে কখনও, কারো কাছে সম্মান পাবে না। সর্বত্রই তার নিন্দা প্রচারিত হবে। তিনি মানসিকভাবে সবসময় অস্থিরতা ভোগ করবেন। অকুশল কর্ম সম্পাদনের জন্য তাকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। তাকে জন্মান্তরব্যাপী এই কর্মের ফল ভোগ করতে হবে। এজন্য সে তৃষ্ণার ক্ষয় করে বৌদ্ধদের বহু আকাঙ্ক্ষিত নির্বাণ লাভ করতে পারবে না।

অতএব, আমাদের সকলের উচিত সবসময় কুশল কর্ম করা। তবেই আমরা জন্ম-মৃত্যুর এ শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে পারব।

প্রশ্ন ▶ ০৬

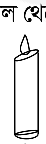

চিত্র-১ : প্রজ্বলিত মোমবাতি

চিত্র-২ : আলোবিহীন মোমবাতি

ক. নির্বাণ বলতে কী বোঝায়? ১

খ. বৌদ্ধরা নির্বাণ কামনা করেন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ১নং চিত্রে বর্ণিত প্রজ্বলিত মোমবাতির বিষয়টি কোন নির্বাণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ২নং চিত্রের দ্বারা বুদ্ধের পরিনির্বাণের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পেয়েছে– মতামত দাও। ৪

[ঢা. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'নির্বাণ' বলতে তৃষ্ণার ক্ষয় বোঝায়।

খ লোভ, দ্বেষ, মোহ, কামনা-বাসনা, মায়া এসব তৃষ্ণাজাত প্রবৃত্তির কারণে মানুষ বার বার জন্মগ্রহণ করে। বৌদ্ধরা এসব তৃষ্ণার ক্ষয় করে জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ নিরুদ্ধ করতে নির্বাণ কামনা করেন।

গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মের মূল লক্ষ্য হলো নির্বাণ। এর অর্থ 'নির্বাপিত হওয়া'। কামনায় বশবর্তী হয়ে জীবগণ জন্ম থেকে জন্মান্তরে জন্ম নিয়ে অশেষ দুঃখ ভোগ করেন। তৃষ্ণা থেকে মুক্ত হতে পারলেই কেবল এ দুঃখ নিরোধ হয়। সুতরাং জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ থেকে মুক্তিলাভের দ্বারা দুঃখের পরিপূর্ণ নিবৃত্তিই হলো নির্বাণ। তাই বৌদ্ধরা নির্বাণ কামনা করেন।

গ ১নং চিত্রে বর্ণিত প্রজ্বলিত মোমবাতির বিষয়টি সোপাদিসেস নির্বাণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

যে ধর্ম প্রত্যক্ষ করলে তৃষ্ণার ক্ষয় হয়, রাগ-দ্বেষ-মোহাগ্নি নির্বাপিত হয়, জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ বা কার্যকরণ নিরুদ্ধ হয় এবং সর্ব প্রকার দুঃখের নিরোধ হয়– তারই নাম নির্বাণ। নির্বাণ বৌদ্ধদের পরম আকাঙ্ক্ষিত একটি বিষয়। এ নির্বাণ মূলত ২ প্রকার। যথা– ১. সোপাদিসেস নির্বাণ ও ২. অনুপাদিসেস নির্বাণ।

সোপাদিসেস নির্বাণ : রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পাঁচটি উপাদানকে বৌদ্ধ পরিভাষায় পঞ্চস্কন্ধ বলা হয়। পঞ্চস্কন্ধ বিদ্যমান অবস্থায় দুঃখসমূহের বিনাশ করে কোনো সাধক পুরুষ নির্বাণের জ্ঞান উপলব্ধি করলে তাকে সোপাদিসেস নির্বাণ বলে। অর্থাৎ জীবিত অর্হৎ সোপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেন। তিনি নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন, তৃষ্ণামুক্ত হন, কিন্তু জীবিত থাকেন বিধায় জরা, ব্যাধি, আনন্দ-বেদনা রহিত নন। তবে বর্তমান জন্মই তাঁর শেষ জন্ম। তিনি চতুরার্য সত্য সম্যকরূপে প্রত্যক্ষ করেন, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করে ধ্যান-সমাধি দ্বারা সাধনার মাধ্যমে মার্গফল লাভ করেন।

উদ্দীপকের চিত্র-১ এ দেখানো প্রজ্বলিত মোমবাতিটি দ্বারা প্রাণের স্পন্দন বোঝানো হয়েছে। আমরা জানি, জীবিত অবস্থায় নির্বাণে উপনীত হলে সেটি সোপাদিসেস নির্বাণ। অর্থাৎ এটি নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ১নং চিত্রে বর্ণিত প্রজ্বলিত মোমবাতির বিষয়টি সোপাদিসেস নির্বানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ ২নং চিত্রের দ্বারা বুদ্ধের পরিনির্বাণের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পেয়েছে– উক্তিটি যথার্থ।

২নং চিত্রে প্রদর্শিত আলোকবিহীন মোমবাতিটি অনুপাদিসেস নির্বাণকে নির্দেশ করে। এ নির্বাণে নির্বাণদর্শী মুক্ত পুরুষ পঞ্চস্কন্ধের বিনাশ করে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। এ নির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি পুণরায় প্রজ্বলিত হবেন না। অর্থাৎ তিনি আর জন্মগ্রহণ করবেন না। তিনি সম্পূর্ণরূপে জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়েছেন। এ প্রকার নির্বাণের কোনো পরিণাম নেই, এ অবস্থা বর্ণনাতীত। এতে সুখ-দুঃখের উপশম হয়।

চিত্র-২ এ আলোকবিহীন মোমবাতিটি দ্বারা ব্যক্তির সম্পূর্ণভাবে নির্বাপিত হওয়াকে বোঝায়। এ নির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি পুনরায় প্রজ্বলিত হবেন না। বুদ্ধত্ব লাভের গৌতম বুদ্ধ সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে ধর্মপ্রচার করেন। তারপর আশি বছর বয়সে কুশীনগরে যমক শাল বৃক্ষের নিচে এই অনুপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেছিলেন। অর্থাৎ বুদ্ধ জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়েছেন।

অর্থাৎ উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ২নং চিত্র বা অনুপাদিসেস নির্বাণ বুদ্ধের পরিনির্বাণের প্রতিচ্ছবি।

প্রশ্ন ▸ ০৭ ঘটনা-১ : শ্রদ্ধেয় জ্ঞানজ্যোতি স্থবির ভিক্ষুসঙ্ঘের নির্বাচিত সভাপতি। সঙ্ঘের সভায় সিদ্ধান্তক্রমে সুমনানন্দ ভিক্ষুকে বিদেশে ধর্মদেশনার জন্য মনোনীত করা হয়। কিন্তু তাঁর কাগজপত্রে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। পরবর্তীতে তাঁর কাগজপত্র সংশোধন করে যথাসময়ে বিদেশে ধর্মদেশনায় উপস্থিত হন।

ঘটনা-২ : তরুন চৌধুরী একজন শিল্প কারখানার মালিক। তিনি সুচারুভাবে কর্মচারীদের দায়িত্ব বণ্টনের বিষয়টি দেখাশোনা করতেন। কিছু অসাধু কর্মচারি কারখানার আইন বহির্ভূত কার্যক্রমে লিপ্ত হলে তাদেরকে চাকরি থেকে বহিষ্কার করে দেন।

ক. সুভদ্র কে ছিলেন? ১

খ. ধর্ম মহামাত্র বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ঘটনা-১ এর ঘটনাটি কোন সঙ্গীতির সাথে সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ঘটনা-২ এর বর্ণিত বিষয়টির ফলাফল সঙ্গীতির আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

[ঢা. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুভদ্র ছিলেন এক দুর্বিনীত ভিক্ষু।

খ তৃতীয় সঙ্গীতির পর দেশবিদেশে ধর্ম প্রচারের জন্য সম্রাট অশোক যে বিশেষ শ্রেণির রাজকর্মচারি নিযুক্ত করেন তাদেরকে ধর্ম মহামাত্র বলা হয়।

মহামাত্রাগণ নগরের প্রান্তরে সর্বত্র ধর্মনীতি প্রচার করতেন। সম্রাট অশোক স্বীয় পুত্র ও কন্যা যথাক্রমে মহেন্দ্র স্থবির ও ভিক্ষুণী সঙ্ঘমিত্রাকেও ধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন।

গ ঘটনা-১ এর ঘটনাটি প্রথম সঙ্গীতির সাথে সাদৃশ্য রয়েছে।

ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর কিছু দুর্বিনীতি ভিক্ষুরা বুদ্ধবানী যথেচ্ছভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করতে থাকেন। এ কারণে বুদ্ধবাণী কলুষিত ও বিকৃত হতে থাকে এবং বুদ্ধশাসন পরিহানির আশঙ্কা দেখা দেয়। তখন মহাকশ্যপ স্থবির সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম সঙ্গীতি আহ্বান করেন। প্রথম সঙ্গীতির সভাপতি হন তিনি নিজেই। এতে স্থির হয় যে সঙ্গায়নে অংশগ্রহণকারী সকল ভিক্ষু অর্হৎ হবেন। কিন্তু আনন্দ স্থবির অর্হত্বে উন্নতি হননি বলে তিনি বাদ পড়েন। পরবর্তীতে সঙ্গীতি আরম্ভের ঠিক আগে আনন্দ স্থবির অর্হত্ব প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি ঋদ্ধিবলে সঙ্গীতি মন্ডপে প্রবেশ করে নিজ আসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ছাড়াও এ সঙ্গীতিতে আরো চারশো নিরানব্বই জন ভিক্ষু অংশগ্রহণ করেন।

ঘটনা-১ বর্ণিত ঘটনাটির সুমানন্দ ভিক্ষুর সাথে বুদ্ধ শিষ্য আনন্দ স্থবির ঘটনাটির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যা প্রথম সঙ্গীতির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

ঘ ঘটনা-২ বর্ণিত বিষয়টির সাথে তৃতীয় সঙ্গীতির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এ বিষয়টির ফলাফল সঙ্গীতির আলোকে নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো :

সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে প্রকৃত বিনয়ী ভিক্ষুরা ছদ্মবেশী অবিনয়ী ভিক্ষুদের চক্রান্তের শিকার হন। এতে বহু ধার্মিক অনভিজ্ঞ মন্ত্রীর আদেশে হত্যা করা হয়। পরবর্তীতে সম্রাট অশোক এ বিষয়টি জানতে পেরে মর্মাহত হলেন এবং ভিক্ষু সঙ্ঘকে বিশুদ্ধ করার জন্য তৃতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করলেন।

তৃতীয় সঙ্গীতির ফলাফল :

১. ছদ্মবেশি অবিনয়ী ভিক্ষুদের সঙ্ঘ হতে বহিষ্কার করা হয়।
২. সঙ্গীতিকারক সবভিক্ষু এক বাক্যে স্বীকার করে নেন যে, প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে গৃহীত ধর্ম বিনয়সমূহ তথাগত বুদ্ধের মুখ নিঃসৃত বাণী ও উপদেশ।
৩. প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতির ধর্ম-বিনয় আবৃত্তি ও গৃহীত হয়েছে সেগুলোকে আবার তৃতীয় সঙ্গীতিতে অনুমোদন করা।
৪. ত্রিপিটককে তিন ভাগে বিভক্তকরণ।

উদ্দীপকে ঘটনা-২ তরুণ চৌধুরী যেমনি অসাধু কর্মচারীদের চাকরি থেকে বহিষ্কার করে দেন ঠিক তেমনিভাবে সম্রাট অশোকও অধার্মিক ভিক্ষুদের সঙ্ঘ হতে বহিষ্কার করেন এতে সমাজ ও রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা ফিরে আসে।

প্রশ্ন ▸ ০৮ তন্ময় চাকমা দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী। সে একটি কাহিনী পড়ে জানতে পারে, পিতা-মাতার আদেশ, উপদেশ মেনে না চললে বিপদের সম্মুখীন হতে চায়। সন্তানের অমঙ্গল হোক তা কোনো পিতা-মাতা কামনা করেন না। অপরদিকে 'প' নামক প্রশাসক নিজ কর্মস্থলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকেক নিয়ে কর্মব্যস্ত থাকেন। তাঁর দিনরাত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করতে হয়। এতে তিনি কোনো বিশ্রাম ও সুখ পেতেন না। একদা বিহারে গিয়ে তিনি প্রব্রজ্জিত হন এবং সুখানুভব করেন।

ক. দশরাজধর্ম কী? ১

খ. সোনার থালা সম্পর্কে বোধিসত্ত্ব বুড়িকে কী বলেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে তন্ময় চাকমার কর্মকাণ্ড জাতকের কোন কাহিনীর প্রতিফলন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'প' নামক প্রশাসক পরিবর্তিত জীবনে যে সুখ অনুভব করেছিলেন তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

[ঢা. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক বৌদ্ধদের যে দশটি গুণাবলি অনুসরণ করতে হয় সে দশটি গুণাবলি বা পালনীয় কর্তব্যই হলো দশরাজধর্ম।

খ সোনার থালা সম্পর্কে বোধিসত্ত্ব বুড়িকে বলেছিলেন— "মা, এই থালার দাম দশ লক্ষ টাকা। আমার কাছে এত টাকা তো নেই।"

সেরিবাণিজ জাতকের কাহিনীতে, বোধিসত্ত্ব একবার অন্ধপুর নগরে বাণিজ্য করতে গিয়েছিল। বোধিসত্ত্ব তখন ফেরিওয়ালা হয়ে জন্মেছিলেন। ঘটনাক্রমে সে এক শ্রেষ্ঠীর বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সেই শ্রেষ্ঠী পরিবারের বুড়ি তাকে একটি থালা দেখালেন। বোধিসত্ত্ব দেখামাত্রই বুঝলেন থালাটা সোনার। তখন বোধিসত্ত্ব বুড়িকে বললেন— মা, এই থালার দাম দশ লক্ষ টাকা। আমার কাছে এত টাকা তো নেই।

গ উদ্দীপকে তন্ময় চাকমার কর্মকাণ্ড জাতকের 'শুক জাতক' কাহিনীর প্রতিফলন।

বারানসির রাজা ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে হিমবন্ত প্রদেশে বোধিসত্ত্ব শুক পাখিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। পাখিরূপী বোধিসত্ত্বের একটি পুত্রসন্তান ছিল। বয়স বাড়ার সাথে সাথে শুক ও তাঁর স্ত্রীর দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে গেল। তাই শুক সন্তান তাঁদেরকে বাসায় রেখে খাবারের খোঁজে যেত। একদিন সে উড়ে যেতে যেতে সমুদ্রবেষ্টিত একটি সবুজ দ্বীপের

মাঝখানে আসল এবং সেখানের আমবন থেকে আম খেল ও তার বাবা-মায়ের জন্য নিয়ে গেল। বোধিসত্ত্ব বুঝতে পারলেন আমগুলো সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপের। বোধিসত্ত্ব তখন তাকে সেই দ্বীপে যেতে নিষেধ করলেন। কিন্তু শুকসন্তান নেই নিষেধ না শুনে আবার সেই সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপে গেল। দীর্ঘ পথ চলায় সে ক্লান্ত হয়ে সমুদ্রে পড়ে গেল। অতঃপর সমুদ্রের একটি বড় মাছ তাকে গিলে ফেলল।

উদ্দীপকের তন্ময় চাকমা পিতা-মাতার আদেশ, উপদেশ না মানার পরিণতি সম্পর্কে যে কাহিনীটি পড়েছিল তা জাতকের শুক জাতকের কাহিনীটিরই প্রতিফলন।

ঘ 'প' নামক প্রশাসক শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন। এতে তিনি পরম অনুভব করেছিলেন।

গৃহীজীবন ত্যাগ করে যাঁরা প্রব্রজ্যা ধর্ম গ্রহণ করেছেন, তাঁরাই ও শ্রমণ নামে পরিচিত। গৃহকর্ম পরিত্যাগ করে ব্রহ্মচর্য পালন ও নির্বাণ সাধনার পথ অনুসরণ করাই তাঁদের লক্ষ্য। এছাড়াও বুদ্ধ-প্রবর্তিত সদ্ধর্ম সকল মানুষের কাছে প্রচার করাও তাঁদের কর্তব্য। বৌদ্ধ মাত্রই জীবনে একবার হলেও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে থাকে। পরম শান্তিময় নির্বাণে উপনীত হওয়াই প্রব্রজ্যা গ্রহণের অন্যতম উদ্দেশ্য।

প্রব্রজ্যা এক প্রকার বিশুদ্ধ জীবনচর্চার ব্রত। এটিকে মুক্ত জীবনও বলা হয়। এর সুফলসমূহ হলো :

১. কায়, বাক্য ও মনোদ্বার সংযত হয়।
২. রাগ, দ্বেষ, মোহ প্রশমিত হয়।
৩. অকুশল কর্মচেতনা বিনাশ হয়।
৪. কুশলকর্ম সম্পাদনে ব্রতী হন।
৫. অল্প লাভে সন্তুষ্ট থাকেন।
৬. জ্ঞান সাধনায় প্রত্যয়ী হন।
৭. ভিক্ষুজীবন গ্রহণে আগ্রহী হন।
৮. দুর্গতির পথ বন্ধ হয় এবং সুগতি প্রাপ্ত হন।
৯. বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্ব জানা ও চর্চার সুযোগ হয়।
১০. জীবন সুনিয়ন্ত্রিত এবং আসক্তিমুক্ত হয়।
১১. বিপুল পুণ্য সম্পদের অধিকারী হন।
১২. নির্বাণ পথের অনুগামী হন।

অতএব, উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, 'প' নামক প্রশাসক যে প্রব্রজ্যা জীবন গ্রহণ করেছেন তাতে তার মধ্যে ধর্মীয় চেতনাবোধ জাগ্রত হবে। বিশুদ্ধ জীবনাচার অনুশীলনে আগ্রহী করেছে। এতে সে পরম প্রীতি ও সুখ লাভ করেছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ০৯ কল্যাণী চৌধুরি বাল্যকাল থেকে ধার্মিক ছিলেন। তিনি বিহারে গিয়ে ভিক্ষুসজ্ঞদের সেবাযত্ন ও খাদ্যদ্রব্য দান দিতেন। তাঁর দান-চেতনা ও উদারতার কারণে মহাউপাসিকা খ্যাতি লাভ করেন। অপরদিকে বৃষ্টি বড়ুয়া সামান্য চাকরি করে সৎভাবে জীবনযাপন করতেন। অফিসে তিনি ভালো ব্যবহার করে সবার মন জয় করেন। কারোর কোনো সমস্যা দেখা দিলে যুক্তি দিয়ে তার সমাধান দিতেন।

ক. সারিপুত্রের প্রধান উপদেশ কী ছিল? ১
খ. শীলভদ্রকে নিয়ে আমরা কেন গর্ব করি? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের কল্যাণী চৌধুরির চরিত্রের সাথে চরিতমালার কার চরিত্রের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বৃষ্টি বড়ুয়ার চরিত্রটি কোন থেরীর চরিত্রের প্রতিফলন? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

[ঢা. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক সারিপুত্রের প্রধান উপদেশ ছিল : 'মানুষ মরণশীল।'

খ শীলভদ্র ছিলেন তাঁর সমসাময়িককালে নালন্দা মহাবিহারের সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ আচার্য। প্রথম বাঙালি হিসেবে এই খ্যাতি অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন বলেই শীলভদ্রকে নিয়ে আমরা গর্ব করি।

শীলভদ্র আমাদের বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার চান্দিনা অঞ্চলের তদানীন্তন ভদ্ররাজ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি শাস্ত্রের দুরূহ তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারতেন। সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ও পণ্ডিত হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি ছিল। তিনি সমসাময়িককালের সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ আচার্য।

গ উদ্দীপকের কল্যাণী চৌধুরীর সাথে চরিতমালার বুদ্ধ উপাসিকা বিশাখা চরিত্রের সাথে মিল রয়েছে।

ভদ্দিয় নগরে উচ্চবংশজাত এক পরিবারে পুণ্যশীলা থেরি বিশাখা জন্মগ্রহণ করেন। ছোটকাল থেকেই বিশাখা অত্যন্ত উদার প্রকৃতির ছিলেন। দান ও বিবিধ কল্যাণকর্মের জন্য তাঁর সুখ্যাতি ছিল। তিনি দানকর্ম ও ভিক্ষুসজ্ঞকে সেবা করার জন্য বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর পিতামহ মেন্ডক শ্রেষ্ঠী তাঁকে নিয়ে বুদ্ধ দর্শনে যান। সেখানে সে বুদ্ধকে কাছে গিয়ে বন্দনা করেন। বুদ্ধকে সে ভিক্ষুসজ্ঞসহ তাঁর বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্যে নিমন্ত্রণ করেন। পরদিন বুদ্ধ ভিক্ষুসজ্ঞসহ বিশাখার বাড়িতে গেলে সে তাঁদেরকে উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য দ্বারা আপ্যায়ন করেন।

উদ্দীপকের কল্যাণী চৌধুরীও পুণ্যশীলা বিশাখার মতই ভিক্ষুসজ্ঞকে সেবা যত্ন করে এবং দান ও উদারতা প্রদর্শন করেছে।

ঘ উদ্দীপকের বৃষ্টি বড়ুয়ার চরিত্রটি পূর্ণিকা থেরীর চরিত্রের প্রতিফলন।

পূর্ণিকা থেরী প্রাচীন ভারতের একজন বিশিষ্ট বৌদ্ধ ভিক্ষুণী ছিলেন। যিনি তাঁর গভীর প্রজ্ঞা ও যুক্তিবাদী চিন্তার মাধ্যমে আত্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন। তাঁর জীবনকাহিনী থেরীগাথা বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর প্রাচীনতম কাব্যসংগ্রহে সংরক্ষিত আছে।

পূর্ণিকা থেরী যুক্তি দিয়ে সকল কাজের সমাধান করতেন। এরূপ ঘটনা হলো—

দাসী জীবনে পূর্ণিকা ভোরবেলা নদী থেকে জল আহরণ করতে নদীতে যেতেন। সে নদীতে শীতের ভোরে পাপমুক্ত হওয়ার জন্য এক উদকশুদ্ধি ব্রাহ্মণ স্নান করতেন। একদিন পূর্ণিকা হাড় কাঁপানো শীতের ভোরে উদকশুদ্ধি ব্রাহ্মণের স্নানের কারণে জিজ্ঞেস করলে উদকশুদ্ধি তাকে জবাবে বললেন, তিনি পাপমুক্তির জন্য স্নানশুদ্ধি করেন। তার কথা শুনে পূর্ণিকা যুক্তি দেখান, স্নানশুদ্ধি দ্বারা পাপ মুক্ত হওয়া যায় না। যদি তাই হতো তবে নদীতে বসবাসকারী সকল প্রাণীই স্বর্গপ্রাপ্ত হতো। স্নানে শুদ্ধ হয়ে গেলে সকল বড় অপরাধীরাও পাপমুক্ত হয়ে যাবে। তাছাড়া স্নানে যদি পাপ ধুয়ে যায় তবে পুণ্যও ধুয়ে যাবে। এভাবে থেরী পূর্ণিকা তাঁর যুক্তির মাধ্যমে ব্রাহ্মণের ভাবনাকে অযৌক্তিক প্রমাণ করেন। অপরদিকে উদ্দীপকের বৃষ্টি বড়ুয়াও সবার সাথে ভালো ব্যবহার করে এবং কোনো সমস্যা দেখা দিলে যুক্তি দিয়ে তার সমাধান দিতেন। যা চরিতমালার পূর্ণিকা থেরীর সাথে মিলে যায়।

অতএব, উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকের বৃষ্টি বড়ুয়ার চরিত্রটি পূর্ণিকা থেরীর চরিত্রের প্রতিফলন।

প্রশ্ন ▶ ১০ দৃশ্যকল্প-১ : শ্রদ্ধেয় ধর্মশ্রী ভিক্ষু সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তিনি সকল প্রাণীর কল্যাণ কামনা করেন, দুঃখ হতে মুক্তি পেতে চান, অনিত্যতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে মগ্ন থেকে জীবনযাপন করেন।

দৃশ্যকল্প-২ : শ্রদ্ধেয় বুদ্ধশ্রী মহাস্থবির দেশনায় বলেন, ভিক্ষুদের সাতটি পালনীয় কর্তব্য রয়েছে। এগুলো পালন করলে ভিক্ষু জীবনে সুদূরপ্রসারী কল্যাণ হবে।

ক. প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা কাকে বলে? ১

খ. আয়-ব্যয় বিষয়ে বুদ্ধ কী উপদেশ দিয়েছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এর শ্রদ্ধেয় ধর্মশ্রী ভিক্ষুর জীবন কোন ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ শ্রদ্ধেয় বুদ্ধশ্রী মহাস্থবিরের দেশনায় যে সাতটি কর্তব্য পালনের নির্দেশনা ভিক্ষুদের দিয়েছেন সেগুলো পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

[ঢা. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক আহার, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ ও ঔষধ জীবনধারণের এই চারটি মৌলিক উপাদান গ্রহণ সম্পর্কে ভিক্ষু-শ্রমদের যে ভাবনা করতে হয় তাকে প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা বলে।

খ আয় বুঝে ব্যয় করা গৃহীর একান্ত কর্তব্য। মিতব্যয়ী হতে হবে। আবার কৃপণতাও পরিহার করতে হবে। বুদ্ধ আয় বা লাভের অংশকে চারভাগে ভাগ করে ব্যবহার করতে উপদেশ দিয়েছেন।

আয়-ব্যয় সম্পর্কে বুদ্ধের উপদেশসমূহ হলো :

১. একভাগ নিজে পরিভোগ করবে। এ অংশ থেকে এক ভাগ দান করবে।
২. দুই ভাগ কৃষি বা বাণিজ্যে নিযুক্ত করবে।
৩. চতুর্থ ভাগ সঞ্চয় করে রাখবে, যাতে বিপদের দিনে ব্যবহার করা যায়।

গ দৃশ্যকল্প-১ এর শ্রদ্ধের ধর্মশ্রী ভিক্ষুর জীবন পঞ্চ ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে।

পঞ্চভাবনা ভিক্ষু শ্রমণদের নিত্যকরণীয় একটি ভাবনা। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, অশুভ ও উপেক্ষা-এ পাঁচটি বিষয়কে অবলম্বন করে ভাবনা করতে হয় বিধায় একে পঞ্চ ভাবনা বলে। ভিক্ষু শ্রমনগণ সকাল-সন্ধ্যায় নির্জনে বসে এই পঞ্চভাবনা চর্চা করেন। পঞ্চ ভাবনা লোভ-লালসা, হিংসা-দ্বেষ ও কামভাব থেকে মুক্ত রাখে। পঞ্চভাবনা হলো :

মৈত্রী ভাবনা : সকল প্রাণী শত্রুহীন হোক, বিপদহীন হোক, রোগহীন হোক, ভয়হীন হোক, সুখে বাস করুক— এরূপ কল্যাণ কামনাই মৈত্রী ভাবনা।

করুণা ভাবনা : দুঃখীর দুঃখে যে ব্যথিত হয়ে দুঃখ মুক্তি কামনা করাকে করুণা ভাবনা বলে।

মুদিতা ভাবনা : অপরের সৌন্দর্য, যশ, লাভ, ঐশ্বর্য অথবা সৌভাগ্য দেখে নিজ চিত্তে আনন্দ অনুভব করাই মুদিতা। 'সকল প্রাণী যথালব্ধ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না হোক'— এটি হলো মুদিতা ভাবনার মূলমন্ত্র।

অশুভ ভাবনা : শরীর ব্যাধি ও অশুচির আধার, অনিত্য এবং মৃত্যুর অধীন। এ বিষয়গুলো অবলম্বন করে ভাবনা করাই হচ্ছে অশুভ ভাবনা।

উপেক্ষা ভাবনা : লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি অষ্ট প্রকার লোকধর্মে চিত্তকে অবিচলিত রেখে ভাবনা করাই হচ্ছে উপেক্ষা ভাবনা।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এর শ্রদ্ধেয় ধর্মশ্রী ভিক্ষু সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তিনি সকল প্রাণীর কল্যাণ কামনা করেন, দুঃখ হতে মুক্তি চান, অনিত্যতা প্রভৃতি নিয়ে ভাবনা করেন। যা পাঠ্যবইয়ে পঠিত ভিক্ষু শ্রমণদের নিত্যকরণীয় পঞ্চভাবনারই ইঙ্গিত বহন করে।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ শ্রদ্ধেয় বুদ্ধশ্রী মহাস্থবিরের দেশনায় যে সাতটি কর্তব্য পালনের নির্দেশনা দিয়েছেন এ কর্তব্যগুলো ভিক্ষুদের অবশ্যই পালনীয়। এ সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো :

তথাগত বুদ্ধ বৌদ্ধসঙ্ঘের স্থায়িত্ব বিধানের জন্য সাতটি অপরিহার্য ধর্ম দেশনা করেন, যা মহাপরিনির্বাণ সূত্রে সংকলিত হয়েছে। এগুলো পালন করলে ভিক্ষুদের কখনোই পরাজয় হবে না।

ভিক্ষুদের সপ্তঅপরিহানীয় ধর্মসমূহ নিম্নরূপ :

১. ভিক্ষুগণ একত্রে সম্মিলিত হবেন।
২. ভিক্ষুগণ একতাবদ্ধ থেকে একসঙ্গে সঙ্ঘ-কর্তব্য সম্পাদন করবেন।
৩. ভিক্ষুগণ নির্দেশিত শিক্ষাপদসমূহ পালন করবেন।
৪. ভিক্ষুগণ বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের সম্মান, পূজা ও সেবা করবেন।
৫. ভিক্ষুগণ পুনর্জন্মের কারণে তৃষ্ণার বশবর্তী হবেন না।
৬. ভিক্ষুগণ অরণ্যে বা একান্তে নির্বাণ সাধনায় মনোনিবেশ করবেন।
৭. ভিক্ষুগণ অনাগত ও আগত ভিক্ষু-শ্রমণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করবেন।

এই সাতটি অপরিহানীয় ধর্ম ভিক্ষু-শ্রমণদের অবশ্যই পালন করার জন্য দেশনা করেছেন।

অতএব, দৃশ্যকল্প-২ এ শ্রদ্ধেয় বুদ্বশী মহাস্থবিরের দেশনায় ভিক্ষুদের সাতটি পালনীয় কর্তব্য পাঠ্যবইয়ের ভিক্ষুদের সপ্ত অপরিহানীয় ধর্মপালনের কথাই ব্যক্ত করে।

প্রশ্ন ▶ ১১ খুকু মারমার ছোট ছেলের বয়স দশ বছর। তিনি সাতদিনের জন্য ছেলেকে বুদ্ধশাসনে দান করার মনস্থির করেন। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি এবং জিনিসপত্র নিয়ে বিহারের গুরুভান্তের নিকট আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন। অতঃপর সে নিয়মনীতি, ভাবনাদি ও সংযমব্রত পালনে সচেষ্ট হয়। অপরদিকে পলাশ চাকমা পেশায় কৃষিজীবী। তিনি সমাজের সব নিয়মনীতি মেনে চলেন। কেউ মারা গেলে শোক প্রকাশপূর্বক সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। এজন্য সমাজে তার যথেষ্ট সুনাম রয়েছে।

ক. সিগালোবাদ সূত্রের মতে, গৃহীদের উর্ধ্বদিকে নমস্কারের অর্থ কী? ১

খ. ভিক্ষুরা পঞ্চ ভাবনা করেন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রথমাংশের বিষয়টি কাদের নিত্যকর্মের প্রতিফলন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত পলাশ চাকমার আচরণ দ্বারা সমাজে কী প্রভাব পড়বে? মতামত দাও। ৪

[ঢা. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সিগালোবাদ সূত্রের মতে, গৃহীদের উর্ধ্বদিকে নমস্কারের অর্থ হচ্ছে শ্রমণ– ব্রাহ্মণদের প্রতি কর্তব্য পালন করা।

খ পঞ্চ ভাবনা ভিক্ষু শ্রমণদের নিত্যকরণীয় একটি ভাবনা। পঞ্চ ভাবনা লোভ-লালসা, হিংসা-দ্বেষ, কামভাব থেকে ভিক্ষুদের মুক্ত রাখে। এ কারণে ভিক্ষুরা পঞ্চ ভাবনা করেন।

মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, অশুভ ও উপেক্ষা– এই পাঁচটি বিষয়কে অবলম্বন করে ভাবনা করতে হয় বিধায় একে পঞ্চ ভাবনা বলে। ভিক্ষু শ্রমণদের সকাল-সন্ধ্যায় নির্জনে বসে এই পঞ্চভাবনা চর্চা করতে হয়। এ ভাবনার মাধ্যমে তাঁরা চিত্ত সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত প্রথমাংশের বিষয়টি ভিক্ষু বা শ্রমণদের নিত্যকর্মের প্রতিফলন।

গৃহীজীবন ত্যাগ করে যাঁরা প্রব্রজ্যা ধর্ম গ্রহণ করেছেন, তাঁরাই বৌদ্ধধর্মে ভিক্ষু ও শ্রমণ নামে পরিচিত। গৃহকর্ম পরিত্যাগ করে ব্রহ্মচর্য পালন ও নির্বাণ সাধনার পথ অনুসরণই এঁদের লক্ষ্য। এদের প্রতিদিন ত্রিশরণসহ দশশীল গ্রহণ করতে হয়। শ্রমণদের জন্য দশশীল পালন আবশ্যিক নিত্যকর্ম। দশশীলসমূহ হলো : ১. জীবহত্যা ২. চুরি ৩. ব্যভিচার ৪. মিথ্যাভাষণ ৫. সুরাপান ৬. বিকাল ভোজন ৭. নৃত্যগীতে অনুরক্তি ৮. গন্ধমালা প্রভৃতি ধারণ ৯. আরামদায়ক শয্যায় শয়ন ১০. সোনারূপা গ্রহণ ইত্যাদি অভ্যাস বর্জন। এছাড়াও চারটি উপাদান গ্রহণ সম্পর্কে ভাবনা করতে হয়। যথা– ১. চীবর প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা ২. পিণ্ডপাত প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা ৩. শয়নাসন প্রত্যবেক্ষণ ৪. গিলান প্রত্যয় প্রত্যবেক্ষণ। এছাড়াও তাদের নিত্যকর্মের মধ্যে আরও নানা বিষয়ের প্রতিফলন ঘটে।

সুতরাং উদ্দীপকে বর্ণিত প্রথমাংশের বিষয়টি ভিক্ষু শ্রমণদের নিত্যকর্মেরই প্রতিফলন।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত পলাশ চাকমা একজন গৃহী। তিনি গৃহী নীতিমালা মেনে চলেন। পলাশ চাকমার আচরণ সমাজে কল্যাণ বয়ে আনবে। যা সমাজে সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়বে।

সৎ আচরণ মনুষ্যত্বের পরিচয় বহন করে। সৎ আচরণ ও সংযম সমাজে বসবাসের অন্যতম শর্ত। আমাদের সমাজের কল্যাণার্থে সৎ আচরণ ও সংযম করা উচিত। বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধ সমাজের মঙ্গল, সুন্দর ও শান্তিময় জীবনযাপনের জন্য অনেক ধর্মাপদেশ দান করেছেন। এসব ধর্মাপদেশ 'গৃহী বিনয়' হিসেবে গণ্য করা হয়।

সমাজে গৃহীদের আচরণীয় বিষয় নিয়ে শীমৎ ধর্মপাল থের সিংহলি ভাষায় 'গিহিদিন চরিয়া' নামে একটি গ্রন্থ লিখেছেন। তাতে গৃহীদের জন্য একান্ত আচরণীয় বিষয় বর্ণিত আছে। গৃহীরা যদি তাদের নিত্যকর্মের অংশ হিসেবে দান-ধ্যান, অসহায়দের সহায়তা ও পরিবেশ সংরক্ষণের মত ইতিবাচক কাজে যুক্ত হন, তবে সমাজে মানবিকতা ও সহমর্মিতা বাড়বে। সচেতন জীবনযাপন, স্বাস্থ্যকর অভ্যাস ও সামাজিক দায়িত্ববোধ সমাজে ন্যায় ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করে। যখন গৃহীরা নিজেদের জীবনে শৃঙ্খলা ও নৈতিকতার চর্চা করেন, তখন এটি আশেপাশের মানুষদেরও অনুপ্রাণিত করে। ফলে একটি সুসংগঠিত ও উন্নত সমাজ গড়ে উঠে। উদ্দীপকে বর্ণিত পলাশ চাকমা গৃহী জীবনের সকল নীতিমালা মেনে চলে। আর এ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উন্নত জীবন ও রাষ্ট্র গঠনের মধ্য দিয়ে সমাজে সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে।

রাজশাহী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিলেট, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ বোর্ড–২০২৫

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল প্রশ্ন) **বিষয় কোড : 1 1 3**

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। সুশান্ত ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত দাদুকে দেখতে হাসপাতালে যান। সেখানে জীবনের বিভিন্ন পরিণতি দেখে তিনি ব্যথিত হন। ফেরার পথে দাদুর সুস্থতা কামনায় বিহারে প্রদীপ প্রজ্বলন করেন। সেখানে শান্ত, সৌম্য, ভাবনারত ভিক্ষুদের দেখতে পান। অন্যদিকে সন্তানহারা সুরভী বড়ুয়া বিহারাধ্যক্ষের শরণাপন্ন হয়ে প্রাণভিক্ষার সহায়তা লাভের প্রার্থনা করলেন। এতে বিহারাধ্যক্ষ মহোদয় দেশনায় তাকে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে বোঝাতে সক্ষম হন। পরিশেষে তিনি ধর্মীয় জীবনাচরণে সচেষ্ট হন।

ক. বুদ্ধ প্রথম প্রহরে কী অবগত হলেন? ১
খ. শাক্য রাজা সিদ্ধার্থকে গৃহত্যাগের অনুমতি দিয়েছিলেন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সুশান্তের চরিত্রে সিদ্ধার্থের জীবনের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সুরভী বড়ুয়ার জীবনে সঠিক ধর্মীয় বোধের উন্মেষ ঘটেছে– পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২। **দৃশ্যকল্প-১ :** শ্রদ্ধেয় সুমনপ্রিয় ভিক্ষু বিনয়নীতি অনুশীলন করে জীবনযাপনে অভ্যস্ত। ধ্যান, ভাবনা, শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি মারকেও পরাজিত করে পরবর্তীতে মহাজ্ঞানী হিসেবে ভূষিত হন।

দৃশ্যকল্প-২ : অমল বাবু নাম ও প্রসংশা অর্জনের ব্যাপারে খুবই উদাসীন। সকল বিষয়ের অনিত্যতাকে প্রাধান্য দেন, লক্ষ্য পূরণেরও তিনি সংকল্পবদ্ধ।

ক. প্রজ্ঞাধিক বোধিসত্ত্ব কাকে বলে? ১
খ. বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের দুটি পার্থক্য লেখ। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এর সাথে কার চারিত্রিক গুণাবলির মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ কোন জীবনের ইঙ্গিত বহন করে? এর সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩। ধর্মীয় শিক্ষিকা বর্ণালী চাকমা শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে শিক্ষার্থীদেরকে একটি করে ধর্মীয় বই উপহার দেন। তারপর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বললেন, বইগুলো পড়লে তোমরা সুশৃঙ্খল ও নিয়মানুবর্তিতা সম্বন্ধে জানাবে। তাছাড়া আদর্শ জীবন গঠনেও সহায়ক হবে। অপরদিকে কণিকা চাকমা পরিবারের সদস্যদের সাথে একটি ধর্মীয় বই নিয়ে আলোচনা করেন। উক্ত বইটির মূল আলোচ্য বিষয় হল বৌদ্ধ দর্শন ও পরমার্থসত্য। এ বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান থাকলে সহজভাবে ধর্মদেশনাও করা যায়।

ক. মজ্ঝিম নিকায় বলতে কী বোঝায়? ১
খ. আনন্দকে 'ধর্মভান্ডারিক' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে শিক্ষিকার উপহার দেওয়া বইটি কোন নিকায়ের সাথে মিল রয়েছে? ৩
ঘ. কণিকা চাকমার আলোচনার বিষয় কোন পিটকের প্রতিফলন বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। 'ব' এলাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত ও ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বসতবাড়ি ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। অতঃপর অনেকে আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান করেন। যার ফলে এলাকায় খাদ্যাভাস, রোগ, শোকের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পায়। এমতাবস্থায় উক্ত পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তারা এক জ্ঞানী ভিক্ষুকে আমন্ত্রণ জানান। যথাসময়ে শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণী আবৃত্তি করায় এলাকাবাসি অনুকূল পরিবেশ ফিরে পায়।
অপরদিকে দীপ্ত বড়ুয়া ভাবনা কেন্দ্রে ধ্যান সাধনায় রত থাকেন। একদিন গভীর রাতে অশুভ চিৎকার, শুনে ভয় পান। তিনি গুরুভান্তেকে ভয়ভীতির কথা জানালে ভান্তে একটি সূত্র পাঠ করে সকলের প্রতি কল্যাণ কামনা করার উপদেশ দেন।

ক. ত্রিবিধ উপদ্রব কী কী? ১
খ. বৃক্ষদেবতারা ভিক্ষুদের কেন ভয় দেখিয়েছিলেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'ব' এলাকায় ভান্তে কোন সূত্র আবৃত্তি করেছিলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে দীপ্ত বড়ুয়াকে গুরু ভান্তে যে সূত্র পাঠ করতে বলেন তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। প্রতিমা মারমা অত্যন্ত গরীব কিন্তু মেধাবী। সে গ্রামের পাশে একটি বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে বৃদ্ধদের সেবা করে। এছাড়াও শীল পালন করায় তাকে সবাই ভালোবাসে। অপরদিকে নিশু বড়ুয়া ধনী পরিবারের সন্তান কিন্তু সৎ নয়। সে গুরুজনদের শ্রদ্ধা করে না এবং মাতা-পিতার অবাধ্য হয়ে চলাফেরা করে। তাই সবাই তাকে অপছন্দ করে।

ক. কর্ম কীভাবে সংঘটিত হয়? ১
খ. রাজা ও দীর্ঘায়ু কুমারের উপর কীভাবে অদৃষ্টফলের প্রভাব পড়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. প্রতিমার কর্মকাণ্ডের সাথে কোন কর্মের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. নিশু বড়ুয়ার আচরণের প্রেক্ষিতে যে ফল ভোগ করবে তা ধর্মীয় আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। অজয় বড়ুয়া ও বিজয় বড়ুয়া বুদ্ধবাণী নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। হঠাৎ অজয় বড়ুয়া খেয়াল করলেন, বিজয় বড়ুয়া, কিছু বুদ্ধবাণী সঠিকভাবে বুঝতে পারে নি। অজয় বড়ুয়া একদিন বিকালে তাকে বিহারে নিয়ে গেলেন এবং প্রজ্ঞাবান ভিক্ষুকে বিষয়টি অবগত করলেন। শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু বিজয় বড়ুয়াকে বুদ্ধের বাণী সঠিকভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেন এবং এ বিষয়ে যে সূত্রে শব্দের অর্থসহ কর্মের ব্যাখ্যা রয়েছে সেটি পড়ার পরামর্শ দেন।

ক. কঙ্খাবিতরণী কাকে বলে? ১
খ. অট্ঠকথা পাঠ করা প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. অজয় বড়ুয়ার বিষয়টি কার চরিত্রের ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু বিজয় বড়ুয়াকে যে সূত্র পড়তে অনুপ্রাণিত করেন তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। শ্রদ্ধেয় আর্যপ্রিয় ভিক্ষু বুদ্ধের নির্দেশিত শ্রেষ্ঠ আটটি পথ অনুসরণ করেন। ফলশ্রুতিতে যাবতীয় লোভ, হিংসা, মোহ প্রভৃতি থেকে মুক্ত হন। কিন্তু তিনি সুখ, দুঃখের অনুভূতি থেকে মুক্ত হতে পারেননি। অপরদিকে ইন্দ্রশ্রী মহাথের সকল রকম বাসনা ত্যাগ করে ধ্যান সমাধির মাধ্যমে পরমজ্ঞান লাভ করেন। দীর্ঘদিন ধর্ম প্রচার করে তিনি দেহ ত্যাগ করে নিমুক্ত মহাপুরুষে উপনীত হন।

ক. পঞ্চস্কন্ধ কী কী? ১
খ. বৌদ্ধদের নির্বাণ সাধনা করা প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. শ্রদ্ধেয় আর্যপ্রিয় ভিক্ষু কোন নির্বাণ লাভ করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রশ্রী মহাথেরো যে নির্বাণ লাভে সমর্থ হয়েছেন তা "পরম শুভময়"– মূল্যায়ন কর। ৪

৮। **ঘটনা-১ :** শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাজ্যোতি স্থবির ভিক্ষু সঙ্ঘের নির্বাচিত সভাপতি। সঙ্ঘের সভায় সিদ্ধান্তক্রমে সুমনানন্দ ভিক্ষুকে বিদেশে ধর্ম দেশনার জন্য মনোনীত করা হয়। কিন্তু তাঁর কাগজপত্রে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। পরবর্তীতে তাঁর কাজগপত্র সংশোধন করে যথাসময়ে বিদেশে ধর্ম দেশনায় উপস্থিত হন।

ঘটনা-২ : আশীষ চৌধুরী একজন শিল্প কারখানার মালিক। তিনি সুচারুভাবে কর্মচারীদের দায়িত্ব বণ্টনের বিষয়টি দেখাশোনা করতেন। কিছু অসাধু কর্মচারী কারখানার আইন বহির্ভূত কার্যক্রমে লিপ্ত হলে তাদেরকে চাকরি থেকে বহিষ্কার করে দেন।

ক. সুভদ্র কে ছিলেন? ১
খ. ধর্ম মহামাত্র বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ঘটনা-১ এর ঘটনাটি কোন সঙ্গীতির সাথে সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ঘটনা-২ এ বর্ণিত বিষয়টির ফলাফল সঙ্গীতির আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। অরুন ও বরুন ব্যবসা করেন। অরুন সৎ ও শীলবান। তিনি ক্রেতাদের সাথে ভালো ব্যবহার করেন এবং ন্যায্য দামে পণ্য বিক্রি করেন। অপরদিকে বরুন দুঃশীল এবং লোভী। বেশি লাভের আশায় তিনি মানহীন পণ্য বিক্রি করতে গিয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নজরে পড়েন। অতঃপর তাকে আইনের আওতায় সোপর্দ করা হয়। এক পর্যায়ে তার মৃত্যু হয়।

ক. জাতক কাকে বলে? ১
খ. শুক পাখিরূপী বোধিসত্ত্ব তার সন্তানকে সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপে যেতে নিষেধ করেছিলেন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে অরুনের কর্মকান্ডে কোন জাতকের ইঙ্গিত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বরুনের শেষ পরিণতির বিষয়টি জাতকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। সুমিত্রা চৌধুরী বাল্যকাল থেকে ধার্মিক ছিলেন। তিনি বিহারে গিয়ে ভিক্ষু সংঘদের সেবাযত্ন ও খাদ্যদ্রব্য দান দিতেন। তাঁর দান-চেতনা ও উদারতার কারণে "মহা উপাসিকা" খ্যাতি লাভ করেন। অপরদিকে নীলিমা বড়ুয়া সামান্য চাকরি করে সৎভাবে জীবনযাপন করতেন। অফিসে তিনি ভালো ব্যবহার করে সবার মন জয় করতে পারতেন। কারো কোনো সমস্যা দেখা দিলে যুক্তি দিয়ে তার সমাধান দিতেন।

ক. সারিপুত্রের প্রধান উপদেশ কী ছিল? ১
খ. শীলভদ্রকে নিয়ে আমরা কেন গর্ব করি? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের সুমিত্রা চৌধুরীর চরিত্রের সাথে চরিতমালার কার চরিত্রের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে নীলিমার চরিত্রটি কোন থেরির চরিত্রের প্রতিফলন? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। **দৃশ্যকল্প-১ :** শ্রদ্ধেয় আনন্দশ্রী ভিক্ষু সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তিনি সকল প্রাণীর কল্যাণ কামনা করেন। দুঃখ হতে মুক্তি পেতে চান, অনিত্যতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে মগ্ন থেকে জীবনযাপন করেন।

দৃশ্যকল্প-২ : শ্রদ্ধেয় করুণাশ্রী মহাস্থবির দেশনায় বলেন, ভিক্ষুদের সাতটি পালনীয় কর্তব্য রয়েছে। এগুলো পালন করলে ভিক্ষু জীবনে সুদূরপ্রসারী কল্যাণ হবে।

ক. প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা কাকে বলে? ১
খ. আয়-ব্যয় বিষয়ে বুদ্ধ কী উপদেশ দিয়েছিলেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ শ্রদ্ধেয় আনন্দশ্রী ভিক্ষুর জীবন কোন ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ শ্রদ্ধেয় করুণাশ্রী মহাস্থবিরের দেশনায় যে সাতটি কর্তব্য পালনের নির্দেশনা ভিক্ষুদের দিয়েছেন সেগুলো পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

✔ **উত্তরসংকেত :** নিম্নে প্রদত্ত পৃষ্ঠার প্রশ্নগুলোর উত্তর দেখ।

১। প্রশ্ন নং == পৃষ্ঠা নং == দ্রষ্টব্য। ২। প্রশ্ন নং == পৃষ্ঠা নং == দ্রষ্টব্য। ৩। প্রশ্ন নং == পৃষ্ঠা নং == দ্রষ্টব্য। ৪। প্রশ্ন নং == পৃষ্ঠা নং == দ্রষ্টব্য।
৫। প্রশ্ন নং == পৃষ্ঠা নং == দ্রষ্টব্য। ৬। প্রশ্ন নং == পৃষ্ঠা নং == দ্রষ্টব্য। ৭। প্রশ্ন নং == পৃষ্ঠা নং == দ্রষ্টব্য। ৮। প্রশ্ন নং == পৃষ্ঠা নং == দ্রষ্টব্য।
৯। প্রশ্ন নং == পৃষ্ঠা নং == দ্রষ্টব্য। ১০। প্রশ্ন নং == পৃষ্ঠা নং == দ্রষ্টব্য। ১১। প্রশ্ন নং == পৃষ্ঠা নং == দ্রষ্টব্য।

উত্তরমালা

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ সুশান্ত ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত দাদুকে দেখতে হাসপাতালে যান। সেখানে জীবনের বিভিন্ন পরিণতি দেখে তিনি ব্যথিত হন। ফেরার পথে দাদুর সুস্থতা কামনায় বিহারে প্রদীপ প্রজ্বলন করেন। সেখানে শান্ত, সৌম্য, ভাবনারত ভিক্ষুদের দেখতে পান। অন্যদিকে সন্তানহারা সুরভী বড়ুয়া বিহারাধ্যক্ষের শরণাপন্ন হয়ে প্রাণভিক্ষার সহায়তা লাভের প্রার্থনা করলেন। এতে বিহারাধ্যক্ষ মহোদয় দেশনায় তাকে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে বোঝাতে সক্ষম হন। পরিশেষে তিনি ধর্মীয় জীবনাচরণে সচেষ্ট হন।

ক. বুদ্ধ প্রথম প্রহরে কী অবগত হলেন? ১

খ. শাক্য রাজা সিদ্ধার্থকে গৃহত্যাগের অনুমতি দিয়েছিলেন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সুশান্তের চরিত্রে সিদ্ধার্থের জীবনের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সুরভী বড়ুয়ার জীবনে সঠিক ধর্মীয় বোধের উন্মেষ ঘটেছে– পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., দি. বো., ম. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বুদ্ধ প্রথম প্রহরে জাতিস্মর জ্ঞান বা পূর্বজন্মের জ্ঞান সম্পর্কে অবগত হলেন।

খ সিদ্ধার্থের দৃঢ় সংকল্প ও সত্যের সন্ধানে তাঁর গভীর আকাঙ্ক্ষা দেখে শাক্যরাজা সিদ্ধার্থকে গৃহত্যাগের অনুমতি দিয়েছিলেন। চার নিমিত্ত দর্শনের পর সিদ্ধার্থ দুঃখমুক্তির সন্ধানে গৃহত্যাগ করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি পিতার অনুমতি নেওয়ার জন্য শাক্যরাজ শুদ্ধোধনের নিকট গিয়ে তাঁর সংকল্পের কথা জানালেন। শাক্যরাজা পুত্রের কথা শুনে বজ্রাহত হলেন এবং তাঁকে গৃহত্যাগ করতে দিতে চাননি। পরবর্তীতে সিদ্ধার্থ যখন মানবজীবনের দুঃখ-কষ্ট (জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু) প্রত্যক্ষ করে সংসারজীবনের প্রতি প্রতি বিমুখ হন এবং নির্বাণের সন্ধানে গৃহত্যাগ করতে সংকল্পবদ্ধ হন, তখন শাক্যরাজা সিদ্ধার্থকে বাধা দিতে পারেন নি।

গ সুশান্তের চরিত্রে সিদ্ধার্থের জীবনের চারি নিমিত্ত দর্শনের দিকটি ফুটে উঠেছে।

সিদ্ধার্থ গৌতম একদিন সারথি ছন্দককে নিয়ে নগরভ্রমণে বের হলেন। কুমার সুসজ্জিত নগরীর মধ্য দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ এক বৃদ্ধকে দেখতে পেলেন। সে ছিল দুর্বল। সিদ্ধার্থ সারথি ছন্দককে জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে? সাদা চুল, স্থূল চর্ম, দুর্বল শরীর, ছন্দক তাকে জানাল বয়সের কারণে তার এ অবস্থা। বয়স বাড়লে সবারই এমন হয়। পরদিন আবার সিদ্ধার্থ নগরে ভ্রমণে বের হলেন এবং একটি গাছের তলায় এক ব্যাধিগ্রস্ত লোককে দেখতে পেলেন। সিদ্ধার্থ ছন্দককে, লোকটির কী হয়েছে? এ ব্যাপারে জানতে চাইলে ছন্দক জানালেন ও ব্যাধিগ্রস্ত। এভাবে তৃতীয় এবং চতুর্থ দিন ভ্রমণে বের হয়ে সিদ্ধার্থ একজন মৃত মানুষের শবদেহ ও একজন সন্ন্যাসীকে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দেখলেন। এভাবেই সিদ্ধার্থ নগর ভ্রমণে বেরিয়ে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ও সন্ন্যাসী দেখে মানব জীবনের পরিণতি সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন।

উদ্দীপকের সুশান্ত হাসপাতালে গিয়ে জীবনের বিভিন্ন পরিণতি দেখে ব্যথিত হন। যা সিদ্ধার্থের জীবনের চারি নির্মিত্ত দর্শনেরই অনুরূপ।

ঘ সুরভী বড়ুয়ার জীবনে সঠিক ধর্মীয়বোধের উন্মেষ ঘটেছে– উক্তিটি যথার্থ।

জীবের জীবন জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খলে আবদ্ধ। তাই জীবের জীবনে দুঃখ বার বার আঘাত হানে। এ দুঃখ থেকে মুক্তির একমাত্র পথ নির্বাণ সাধনা করা। নির্বাণ সাধনার মাধ্যমে আমরা তৃষ্ণার ক্ষয় করে পরম সুখ লাভ করতে পারি। এছাড়াও দুঃখ থেকে মুক্তির জন্য আমাদের চারি আর্যসত্য উপলব্ধি করতে হবে এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্পর্কে জানতে হবে। সিদ্ধার্থ গৌতম মানব জীবনের চারি নিমিত্ত দর্শন করে গৃহত্যাগ করেন এবং কঠোর সাধনার মাধ্যমে বোধিজ্ঞান লাভ করে 'বুদ্ধ' হন এবং আবিষ্কার করেন দুঃখ নিরোধের উপায় আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। গৌতম বুদ্ধ এভাবেই জীবনের রহস্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

উদ্দীপকের সুরভী বড়ুয়া তার সন্তানকে হারিয়ে প্রাণভিক্ষার সহায়তার জন্য বিহারাধ্যক্ষের শরণাপন্ন হন। বিহারাধ্যক্ষ মহোদয় দেশনায় তাকে চার আর্যসত্য ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্পর্কে বোঝান। এতে তার জীবনে সঠিক ধর্মীয়বোধের উন্মেষ ঘটে।

প্রশ্ন ▸ ০২ **দৃশ্যকল্প-১ :** শ্রদ্ধেয় সুমনপ্রিয় ভিক্ষু বিনয়নীতি অনুশীলন করে জীবনযাপনে অভ্যস্ত। ধ্যান, ভাবনা, শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি মারকেও পরাজিত করে পরবর্তীতে মহাজ্ঞানী হিসেবে ভূষিত হন।

দৃশ্যকল্প-২ : অমল বাবু নাম ও প্রসংশা অর্জনের ব্যাপারে খুবই উদাসীন। সকল বিষয়ের অনিত্যতাকে প্রাধান্য দেন, লক্ষ্য পূরণেরও তিনি সংকল্পবদ্ধ।

ক. প্রজ্ঞাধিক বোধিসত্ত্ব কাকে বলে? ১

খ. বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের দুটি পার্থক্য লেখ। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এর সাথে কার চারিত্রিক গুণাবলির মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ কোন জীবনের ইঙ্গিত বহন করে? এর সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., দি. বো., ম. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বোধিসত্ত্ব লক্ষ্য অর্জনে প্রজ্ঞা সাধনাকে সর্বাগ্রে স্থান দেয়, তাঁকে প্রজ্ঞাধিক বোধিসত্ত্ব বলে।

খ বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মধ্যে দুটি পার্থক্য নিম্নরূপ :

বুদ্ধ	বোধিসত্ত্ব
১. যিনি বোধি বা জ্ঞানে পরিপূর্ণতা লাভ করেন তিনিই হলেন বুদ্ধ।	২. বুদ্ধত্ব লাভের অনুপ্রাণিত প্রজ্ঞাবান সত্ত্ব বা বোধি'র লালনকারী সত্ত্বই বোধিসত্ত্ব।
২. বুদ্ধগণ বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্যকভাবে জ্ঞানী থাকেন। তাঁরা ত্রিকালদর্শী হন।	২. অপরদিকে বোধিসত্ত্বগণ ত্রিকালদর্শী নন। তাঁরা বর্তমান জন্মে সচেতনভাবে কুশলকর্ম সম্পাদনে বেশি তৎপর থাকেন।

গ দৃশ্যকল্প-১ এর সাথে ভগবান বুদ্ধের চারিত্রিক গুণাবলির মিল রয়েছে।

যিনি চরিত্রের চরম উৎকর্ষ সাধন করে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হন, তিনিই হলেন বুদ্ধ। বুদ্ধ শব্দের অর্থ জ্ঞানী। তবে এই জ্ঞান বলতে

সাধারণ জ্ঞানকে বোঝায় না। এই জ্ঞান বলতে সর্ববিধ তৃষ্ণা বিনাশপূর্বক বিশুদ্ধ জ্ঞানসাধনাকে বোঝায়। বুদ্ধের গুণ অসীম। এগুলো শ্রেণিবিভাগ করলে ৯টি পর্যায়ে বুদ্ধের গুণগুলো ভাগ করা যায়। বুদ্ধ সর্ববিধ শত্রুশূন্য মুক্ত মহাপুরুষ। তিনি সম্যক বিষয়ে জ্ঞানী। শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞাগুণের সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী। বুদ্ধের এসব গুণাবলির অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা জীবনে সফলতা লাভ করব ও চির শান্তির নির্বাণের পথে এগিয়ে যাব।

দৃশ্যকল্প-১ এ শ্রদ্ধেয় সুমন প্রিয় ভিক্ষু বিনয়নীতি অনুশীলন করে জীবনযাপনে অভ্যস্ত। ধ্যান, ভাবনা, শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। যা ভগবান বুদ্ধের গুণাবলির অনুরূপ।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ বোধিসত্ত্ব জীবনের ইঙ্গিত বহন করে। এর স্বপক্ষে নিম্নে যুক্তি উপস্থাপন করা হলো :

যিনি বোধিজ্ঞান লাভের জন্য সাধনা করেন তাঁকে বোধিসত্ত্ব বলে। কঠোর তপস্যা ও চরম আত্মত্যাগের দৃঢ় চেতনায় প্রত্যয়াবদ্ধ হয়ে এ সাধনা করেন। বোধিসত্ত্ব দশ পারমীর পূর্ণতা সাধনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বোধিসত্ত্ব সর্ব বিষয়ে অনিত্য। অর্থাৎ তিনি সর্ব বিষয়ে অনিত্যতাকে প্রাধান্য দেন। তিনি সত্য, ন্যায় ও ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার অনুশীলনে বদ্ধ পরিকর হন। নাম, যশ, খ্যাতি নিয়ে বোধিসত্ত্বগণ চিন্তা করেন না। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য বুদ্ধত্ব লাভ।

দৃশ্যকল্প-২ এ অমলবাবু নাম ও প্রশংসা অর্জনে খুবই উদাসীন। সকল বিষয়ে অনিত্যতাকে প্রাধান্য দেন, লক্ষ্য পূরণেও তিনি সংকল্পবদ্ধ। এ সকল গুণাবলি বোধিসত্ত্বের গুণাবলির সাথে হুবহু মিলে যায়। অর্থাৎ দৃশ্যকল্প-২ এ ইঙ্গিতকৃত জীবনটি বোধিসত্ত্ব জীবন।

অতএব, উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, দৃশ্যকল্প-২ এর জীবনটি বোধিসত্ত্ব জীবনেরই ইঙ্গিত বহন করে।

প্রশ্ন ▶ ০৩ ধর্মীয় শিক্ষিকা বর্ণালী চাকমা শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে শিক্ষার্থীদেরকে একটি করে ধর্মীয় বই উপহার দেন। তারপর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বললেন, বইগুলো পড়লে তোমরা সুশৃঙ্খল ও নিয়মানুবর্তিতা সম্বন্ধে জানাবে। তাছাড়া আদর্শ জীবন গঠনেও সহায়ক হবে। অপরদিকে কণিকা চাকমা পরিবারের সদস্যদের সাথে একটি ধর্মীয় বই নিয়ে আলোচনা করেন। উক্ত বইটির মূল আলোচ্য বিষয় হল বৌদ্ধ দর্শন ও পরমার্থসত্য। এ বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান থাকলে সহজভাবে ধর্মদেশনাও করা যায়।

ক. মজ্ঝিম নিকায় বলতে কী বোঝায়? ১

খ. আনন্দকে 'ধর্মভান্ডারিক' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে শিক্ষিকার উপহার দেওয়া বইটি কোন নিকায়ের সাথে মিল রয়েছে? ৩

ঘ. কণিকা চাকমার আলোচনার বিষয় কোন পিটকের প্রতিফলন বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., দি. বো., ম. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক সূত্র পিটকের দ্বিতীয় ভাগকে মজ্ঝিম নিকায় বলে। এ নিকায় দান, শীল, ভাবনা, নির্বাণসহ প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

খ বুদ্ধশিষ্য আনন্দ বুদ্ধভাষিত সূত্রসমূহ ধারণ করে রাখতেন বলে তাঁকে 'ধর্মভাণ্ডারিক' বলা হয়।

বুদ্ধ যে সকল ধর্মোপদেশ দান করতেন তা বুদ্ধের শিষ্যরা সহজে স্মৃতিতে ধারণ করে রাখতেন। আনন্দ ছিল তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আনন্দ ছিলেন সূত্রধর। তিনি বুদ্ধের উপদেশ ও ধর্মদেশনা সবচেয়ে বেশি স্মরণ ও সংরক্ষণ করেছিলেন। আনন্দের স্মরণশক্তি এতই প্রখর ছিল যে তিনি বুদ্ধের ধর্মদেশনা হুবহু মনে রাখতে পারতেন। এজন্য তাঁকে 'ধর্মভাণ্ডারিক' অর্থাৎ ধর্মের ভাণ্ডার বা সংরক্ষক বলা হয়।

গ উদ্দীপকের শিক্ষিকার উপহার দেওয়া বইটি বিনয় নিকায়ের সাথে মিল রয়েছে।

বিনয়ের অপর নাম 'নিয়ম', 'নীতি' বা 'শৃঙ্খলা' ইত্যাদি। বিনয়কে সহজ অর্থে 'শীল' বলা হয়। শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন সুখের ও শান্তির জীবন। পৃথিবীতে সাধারণত নিয়মভঙ্গের কারণেই নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাই জীবনে নিয়ম মেনে চলা অত্যাবশ্যক। বিনয় নিকায়ে নিয়ম শৃঙ্খলা ও মানুষের আচার আচরণ সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে। নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য এ বিধানগুলো খুবই প্রয়োজন। অসংযম, আলস্য, প্রমোদ, অনৈতিকতা, অমিতব্যয়িতা, লোভ, দ্বেষ, মোহ, দুঃশীলতা সকল প্রকার উন্নতির পরিপন্থী। তাই আমাদের নিয়ম-শৃঙ্খলা, সংযম, চরিত্রবল, শীল, সমাধি, উদ্যাম, নিয়মানুবর্তিতা, সৎকর্ম ইত্যাদি পালন করতে হবে। আর এ সকল বিষয় আমরা বিনয় নিকায় অধ্যয়নের মাধ্যমে জানতে পারি।

উদ্দীপকের শিক্ষিকা বর্ণালী চাকমা শিক্ষার্থীদের মাঝে যে বইটি উপহার দিয়েছেন তা অধ্যয়ন করে শিক্ষার্থীরা সুশৃঙ্খল ও নিয়মানুবর্তিতা সম্পর্কে জানতে পারবে। যা ত্রিপিটকের বিনয় নিকায়ের সাথে মিলে যায়।

ঘ কণিকা চাকমার আলোচনার বিষয় অভিধর্ম পিটকের প্রতিফলন বলে আমি মনে করি। নিম্নে এ মতের স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা হলো :

মহামতি বুদ্ধের মুখ নিঃসৃত অমূল্য বাণীর সংকলন হলো 'ত্রিপিটক'। ত্রিপিটকের তৃতীয় বা শেষ ভাগ হলো অভিধর্ম পিটকে। বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শনের আলোচনার গ্রন্থটি পূর্ণ। এ পিটকে দার্শনিক ও নৈতিক বিষয়সমূহের সূক্ষ্ম ও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে উপস্থাপন করা হয়েছে। গ্রন্থটির মূল আলোচ্য বিষয় বৌদ্ধদর্শন ও পরমার্থ সত্য। যথা- স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, চ্যুতি, প্রতিসন্ধি, বল, নির্বাণ ও প্রজ্ঞপ্তি ইত্যাদি। অভিধর্ম পিটকে বৌদ্ধ মননশীলতার চরম বিকাশ ঘটে। অভিধর্ম বিষয়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞান ব্যতীত কেউ উত্তম ধর্ম দেশনা করতে পারে না। বুদ্ধের মনস্তাত্ত্বিক উপদেশ অভিধর্মের মূল বিষয়বস্তু।

কণিকা চাকমার আলোচনায় যে বইটি ছিল তার মূল আলোচ্য বিষয় হলো বৌদ্ধ দর্শন ও পরমার্থসত্য। যা ত্রিপিটকের তৃতীয় বা শেষ ভাগ অভিধর্ম পিটকেরও মূল আলোচ্য বিষয় এবং এ পিটকের বিষয়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞান ব্যতীত কেউ সহজভাবে ধর্মদেশনাও করতে পারে না।

অতএব, উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, কণিকা চাকমার আলোচনার বিষয় ত্রিপিটকের তৃতীয় বা শেষ ভাগ অভিধর্ম পিটকেরই প্রতিফলন। যা বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শনের বিষয়সমূহ আলোচনার জন্য অত্যন্ত গরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ।

প্রশ্ন ▶ ০৪ 'ব' এলাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত ও ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বসতবাড়ি ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। অতঃপর অনেকে আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান করেন। যার ফলে এলাকায় খাদ্যাভাস, রোগ, শোকের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পায়। এমতাবস্থায় উক্ত পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তারা এক জ্ঞানী ভিক্ষুকে আমন্ত্রণ জানান। যথাসময়ে শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণী আবৃতি করায় এলাকাবাসি অনুকূল পরিবেশ ফিরে পায়।

অপরদিকে দীপ্ত বড়ুয়া ভাবনা কেন্দ্রে ধ্যান সাধনায় রত থাকেন। একদিন গভীর রাতে অশুভ চিৎকার, শুনে ভয় পান। তিনি গুরুভান্তেকে ভয়ভীতির কথা জানালে ভান্তে একটি সূত্র পাঠ করে সকলের প্রতি কল্যাণ কামনা করার উপদেশ দেন।

ক. ত্রিবিধ উপদ্রব কী কী? ১

খ. বৃক্ষদেবতারা ভিক্ষুদের কেন ভয় দেখিয়েছিলেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'ব' এলাকায় ভান্তে কোন সূত্র আবৃত্তি করেছিলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে দীপ্ত বড়ুয়াকে গুরু ভান্তে যে সূত্র পাঠ করতে বলেন তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., দি. বো., ম. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক ত্রিবিধ উপদ্রবগুলো হলো– সত্ত্ব, রজ ও তম।

খ বৃক্ষদেবতারা ভিক্ষুদের বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে ভয় দেখিয়েছিলেন।

শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাসের জন্য ভিক্ষুরা হিমালয় পর্বতের পাশে বনের মধ্যে বসবাস শুরু করলেন। সেই বনের মধ্যে ছিল বহু বৃক্ষদেবতা। তারা ভিক্ষুদের শীলের তেজ সহ্য করতে না পেরে যত্রতত্র পালিয়ে বেড়াতে লাগল। অর্থাৎ বৃক্ষদেবতারা গৃহহীন হয়ে পড়েন। তাই তারা ভিক্ষুদের তাড়িয়ে দিতে একপর্যায়ে তাঁদের ভয় দেখাতে লাগল।

গ 'ব' এলাকায় ভান্তে রতন সূত্র আবৃত্তি করেছিলেন।

রতন সূত্রটি সুত্তপিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের খুদ্দক পাঠগ্রন্থে পাওয়া যায়। বৈশালীবাসীর দুর্ভিক্ষ, অমনুষ্য ও মহামারি– এ তিন উপদ্রব দূর করতে ভগবান বুদ্ধ আনন্দ স্থবিরকে রতন সূত্র শিখিয়ে দেন এবং লিচ্ছবিদের নিয়ে বৈশালী নগর ঘুরে ঘুরে আবৃত্তি করতে নির্দেশ দেন। বুদ্ধের নির্দেশে আনন্দ রতন সূত্র আবৃত্তি শুরু করলেন এবং বুদ্ধের ব্যবহৃত পাত্রে জল নিয়ে সিঞ্চন করতে লাগলেন। সর্বার্থসাধক রতনসূত্র পাঠে লিচ্ছবিদের ত্রিবিধ ভয় (রোগ ভয়, অমনুষ্য ভয় এবং দুর্ভিক্ষ ভয়) দূর হয়ে গেল। বৃষ্টি শুরু হলো। আবার মাঠে মাঠে শস্যের সমারোহ ঘটল। বৈশালী বাসীর জীবনে শান্তি ফিরে এল।

দুর্ভিক্ষ, অমনুষ্য ও মহামারি এ তিন উপদ্রব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বুদ্ধ রতন সূত্র দেশনা করেছিলেন। উদ্দীপকের 'ব' এলাকার ভান্তেও এলাকার ত্রিবিধ ভয় দূর করতে ভগবান বুদ্ধের শেখানো রতন সূত্র আবৃত্তি করেছিলেন।

ঘ উদ্দীপকে দীপ্ত বড়ুয়াকে গুরু ভান্তে যে সূত্র পাঠ করতে বলেন তা হলো করণীয় মৈত্রী সূত্র।

শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাসকালে ভিক্ষুরা হিমালয় পর্বতের পাশে বনের মধ্যে বর্ষাবাস শুরু করলেন। ভিক্ষুদের ধর্মজীবন ও শীলতেজের প্রভাবে বনে বসবাসরত বৃক্ষদেবতারা গাছ ছেড়ে পরিবার পরিজন নিয়ে যত্রতত্র পালিয়ে বেড়াতে লাগল। বৃক্ষ দেবতারা যখন বুঝল, ভিক্ষুরা বর্ষাবাস শেষ না করে স্থান ত্যাগ করবে না। তখন ভিক্ষুদের বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে বৃক্ষদেবতারা এক রাতে ভয়ংকর আকৃতির মূর্তি ধারণ করল এবং ভীষণ চিৎকার করতে লাগল। এতে তাঁরা ভয়ে বুদ্ধের কাছে গেল। বুদ্ধ সব শুনে তাঁদেরকে করণীয় মৈত্রী সূত্র দেশনা করলেন। ভিক্ষুরা বনে গিয়ে সেই সূত্র পাঠ করার বৃক্ষ দেবতাদের উপদ্রব বন্ধ হলো।

উদ্দীপকের দীপ্ত বড়ুয়া ধ্যানরত অবস্থান অশুভ চিৎকার শুনে ভয় পান। তিনি গুরু ভান্তেকে এসব বিষয় জানালে তিনি তাকে বৌদ্ধের দেশনাকৃত করণীয় মৈত্রী সূত্র পাঠ করার জন্য উপদেশ দেন। এ সূত্রের মাধ্যমে প্রত্যেক জীবের প্রতি মৈত্রীভাব সৃষ্টি হয়। যেকোনো জীবকে অবহেলা করে না। অমঙ্গল কামনা করে না। ঘুমে, জাগরণে, ধ্যানে সর্বদা সকল জীবের প্রতি মৈত্রী ভাবনা করে।

অতএব, উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, দীপ্ত বড়ুয়ার ভয় দূর করতে গুরু ভান্তে করণীয় মৈত্রী সূত্র পাঠ করতে বলেন।

প্রশ্ন ▶ ০৫ প্রতিমা মারমা অত্যন্ত গরীব কিন্তু মেধাবী। সে গ্রামের পাশে একটি বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে বৃদ্ধদের সেবা করে। এছাড়াও শীল পালন করায় তাকে সবাই ভালোবাসে। অপরদিকে নিশু বড়ুয়া ধনী পরিবারের সন্তান কিন্তু সৎ নয়। সে গুরুজনদের শ্রদ্ধা করে না এবং মাতা-পিতার অবাধ্য হয়ে চলাফেরা করে। তাই সবাই তাকে অপছন্দ করে।

ক. কর্ম কীভাবে সংঘটিত হয়? ১

খ. রাজা ও দীর্ঘায়ু কুমারের উপর কীভাবে অদৃষ্টফলের প্রভাব পড়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. প্রতিমার কর্মকাণ্ডের সাথে কোন কর্মের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. নিশু বড়ুয়ার আচরণের প্রেক্ষিতে যে ফল ভোগ করবে তা ধর্মীয় আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., দি. বো., ম. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক কায়-বাক্য ও মন এই ত্রিদ্বারে কর্ম সংগঠিত হয়।

খ রাজা ও দীর্ঘায়ু কুমারের উপর শুভ অদৃষ্ট ফলের প্রভাব পড়েছিল। যা বৌদ্ধ ধর্মের কর্ম ও ফলের নীতির বাস্তব উদাহরণ।

দীর্ঘায়ু কুমার ও রাজার কাহিনীটি জাতকে বর্ণিত আছে। দীর্ঘায়ু কামার তাঁর মা-বাবার হত্যাকারী রাজাকে সুযোগ পেয়েও হত্যা করল না। যা তাঁর কুশল চিন্তারই প্রতিফল। এ কারণে দীর্ঘায়ু কুমার ও রাজা শুভ অদৃষ্ট ফলভোগী হবেন।

গ প্রতিমার কর্মকাণ্ডের সাথে কুশল কর্মের সাদৃশ্য রয়েছে।

'কুশল' শব্দের সমার্থক শব্দগুলো হলো যথাক্রমে– নিপুণ, শুভ, পূণ্যকর্ম, সৎ, ধার্মিক দোষশূন্য, নির্দোষ, প্রশংসনীয় গুণসম্পন্ন, কল্যাণ, মঙ্গল ইত্যাদি। লোভ, দ্বেষ এবং মোহনীয় চেতনা দ্বারা সম্পাদিত কর্মকে কুশল কর্ম বলে। এ ধরনের কাজে পাপের কোনোরকম স্পর্শ থাকে না। দান, শীল ভাবনা, সেবা, পুণ্যদান, ধর্ম শ্রবণ ইত্যাদি কুশলকর্ম। কুশলকর্ম সম্পাদন করতে হলে কুশল চিত্তের দরকার। এভাবে ভালো কাজ করলে ভালো ফল লাভ করা সম্ভব।

প্রতিমা বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে বৃদ্ধদের সেবা করে ও শীল পালন করে। যা, কুশল চিন্তা, চেতনারই বহিঃপ্রকাশ। এ কুশল কর্মের ফলে পূর্ণিমা নির্বাণের পথে এগিয়ে যাবে।

ঘ নিশু বড়ুয়ার আচরণগুলো অকুশল কর্মকে নির্দেশ করে। এ অকুশল কর্মের ফলে সে সর্বত্র নিন্দিত হবে, মোহাবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হবে, মৃত্যুর পর দুর্গতি প্রাপ্ত হবে।

'অকুশল' শব্দের অর্থগুলো হলো– পাপ, দোষ, ত্রুটি, অপুণ্য, অসৎকার্য, অপরাধ, অপরাধ, অশুভ কার্য, অনিপুণ, অমঙ্গল কর্ম, অহিতকর, অন্যায়, অনুযুক্ত, নীতিবিরুদ্ধ, অযথার্থ, নিকৃষ্ট ইত্যাদি। অকুশল কর্মের মধ্যে লোভ, দ্বেষ এবং মোহ বিরাজমান রয়েছে। অকুশলজনিত কাজের ফল সব সময় অকুশল হয়। অকুশল কর্মের জন্য সমাজে মানুষ অপমানিত হয়। মান-সম্মানের হানি হয়। সর্বোপরি সর্বত্র তার নিন্দা প্রচারিত হয়। অকুশল কর্মের ফল সবাইকে ভোগ করতে হয়।

উদ্দীপকের নিশু বড়ুয়ার কর্মকাণ্ডগুলো বৌদ্ধ কর্মবাদ অনুসারে অকুশল কর্মেরই সামিল। এ সকল কর্ম করার জন্য সে কখনও, কারো কাছে সম্মান পাবে না। সর্বত্রই তার নিন্দা প্রচারিত হবে। তিনি মানসিকভাবে সবসময় অস্থিরতা ভোগ করবে। অকুশল কর্ম সম্পাদনের জন্য তাকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। তাকে জন্মান্তরব্যাপী এই কর্মের ফল ভোগ করতে হবে। এজন্য সে তৃষ্ণার ক্ষয় করে বৌদ্ধদের বহু আকাঙ্ক্ষিত নির্বাণ লাভ করতে পারবে না।

অতএব, আমাদের সকলের উচিত সবসময় কুশল কর্ম করা। তবেই আমরা জন্ম-মৃত্যুর এ শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে পারব।

প্রশ্ন ▶ ০৬ অজয় বড়ুয়া ও বিজয় বড়ুয়া বুদ্ধবাণী নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। হঠাৎ অজয় বড়ুয়া খেয়াল করলেন, বিজয় বড়ুয়া, কিছু বুদ্ধবাণী সঠিকভাবে বুঝতে পারে নি। অজয় বড়ুয়া একদিন বিকালে তাকে বিহারে নিয়ে গেলেন এবং প্রজ্ঞাবান ভিক্ষুকে বিষয়টি অবগত করলেন। শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু বিজয় বড়ুয়াকে বুদ্ধের বাণী সঠিকভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেন এবং এ বিষয়ে যে সূত্রে শব্দের অর্থসহ কর্মের ব্যাখ্যা রয়েছে সেটি পড়ার পরামর্শ দেন।

ক. কঙ্খাবিতরণী কাকে বলে? ১
খ. অট্ঠকতা পাঠ করা প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. অজয় বড়ুয়ার বিষয়টি কার চরিত্রের ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু বিজয় বড়ুয়াকে যে সূত্র পড়তে অনুপ্রাণিত করেন তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., দি. বো., ম. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাতিমোক্খের আলোকে রচিত অট্ঠকথাকে কঙ্খাবিতরণী বলে।

খ বুদ্ধের মূলবানীর বিস্তারিত অর্থ ব্যাখ্যামূলক টীকা বৌদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে অট্ঠকথা বা অর্থকথা নামে পরিচিত। এটি পাঠ করা প্রয়োজন। কেননা—

অট্ঠকথা পাঠের প্রয়োজনীয়তা : অট্ঠকথা মূলত ত্রিপিটকের ব্যাখ্যা গ্রন্থ। অট্ঠকথার সাহায্যে সহজে ও যথাযথভাবে বুদ্ধের বাণীসমূহ বোঝা যায়। তাছাড়া কালের বিবর্তনে বা অন্য কোনো কারণবশত ত্রিপিটকের বিষয়বস্তুতে সংযোজন-বিয়োজন বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটেছে কিনা, তা সহজে নির্ণয় করা যায়। এছাড়াও এর সাহায্যে যথাযথভাবে ত্রিপিটক ও পালি সাহিত্য অনুবাদ করা যায়। এসব কারণেই অট্ঠকথা পাঠ করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

গ অজয় বড়ুয়ার বিষয়টি ভিক্ষু সমিদ্ধির চরিত্রের ইঙ্গিত বহন করে।

একদা পরিব্রাজক পোতলিপুত্র নবীন ভিক্ষু সমিদ্ধিকে বুদ্ধবানী ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। পরিব্রাজক ভিক্ষু সমিদ্ধিকে বললেন, "বন্ধু সমিদ্ধি! সাক্ষাৎ শ্রমণ গৌতমকে আমি এরূপ বলতে শুনেছি : কায় কর্ম মিথ্যা (নিষ্ফল), বাককর্ম মিথ্যা, একমাত্র মনোকর্মই সত্য। আর সেই সম্পত্তি আছে যা লাভ করে ধ্যানী কিছুই অনুভব করেন না।" তখন ভিক্ষু সমিদ্ধি পরিব্রাজক পোতলিপুত্রকে বলেন, "বন্ধু পোতলিপুত্র! ঐরূপ বলবেন না, ভগবানের অপবাদ ভালো নয়, ভগবান কখনো ঐরূপ বলবেন না। এরূপ বলার পর পরিব্রাজক পোতলিপুত্র চলে গেলে ভিক্ষু সমিদ্ধি বিষয়টি আনন্দ থেরকে জ্ঞাত করেন।

উদ্দীপকে অজয় বড়ুয়া তার বন্ধু বিজয় বড়ুয়ার ভুল সংশোধনে সাহায্য করেছিলেন। যা ভিক্ষু সমিদ্ধির চরিত্রের সাথে মিলে যায়।

ঘ শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু বিজয় বড়ুয়াকে চুল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্র বা ক্ষুদ্রকর্ম বিভঙ্গ সূত্র পড়তে অনুপ্রাণিত করেন।

চুল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্র বা ক্ষুদ্রকর্ম বিভঙ্গ সূত্রটি মধ্যম নিকায়ের (তৃতীয় খণ্ড) ১৩৫ নং সূত্র। এতে কর্ম ও কর্মফল সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। বৌদ্ধধর্ম মতে, কর্মবাদ মানুষের নৈতিক জীবনযাপনের ভিত্তি। ভালো কর্মের মাধ্যমে মানুষ সুখ পায়, আর খারাপ কর্ম দুর্ভোগ ডেকে আনে।

চুল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্র মতে, একদা বুদ্ধ জেতবনে অনাথ পিন্ডিকের আরামে বসবাসকালে শুভ মানবক তার নিকট উপস্থিত হয়ে মানুষের মাঝে এতো ভেদাভেদের কারণ জানতে চান। তখন বুদ্ধ বলেন কর্মের অধিনস্থ জীবগণকে কর্মই হীন ও শ্রেষ্ঠভাবে বিভক্ত করে। পৃথিবীতে কোনো জীবের প্রতি নিষ্ঠুর হলে, জীব হত্যা করলে এবং লোভী হলে তাকে নরকে যেতে হয়। যদি সে মানবকূলে জন্মায় তবে কম আয়ু পায়। কোনো প্রাণীর উপর অত্যাচারকারী মানবকূলে জন্ম নিলে কঠিন রোগাক্রান্ত হয়। আরও নানান কর্মও কর্মফল সম্পর্কে বুদ্ধ এ চুল্লকর্ম বিভক্ত সূত্রে ব্যাখ্যা করেছেন।

চুল্লকর্ম বিভক্তি সূত্র পড়লে আমরা বুদ্ধ দেশিত কর্ম ও কর্মফলের সকল অর্থ অনুধাবন করতে পারব। বৌদ্ধমতে, কুশল ও অকুশল কর্ম সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাব। এ জগতে জীবমাত্রই কর্মের অধীন। এ সূত্রটি পাঠ করে আমরা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সুনাম বৃদ্ধি হয় এমন কর্ম সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ হব।

অতএব, উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, চুল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্রটি পাঠ করলে আমরা কর্ম ও কর্মফলের ব্যাখ্যা জানতে পারি। তাই শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু বিজয় বড়ুয়াকে চুল্লবকর্ম বিভঙ্গ সূত্র পড়তে অনুপ্রানিত করেন।

প্রশ্ন ▶ ০৭ শ্রদ্ধেয় আর্যপ্রিয় ভিক্ষু বুদ্ধের নির্দেশিত শ্রেষ্ঠ আটটি পথ অনুসরণ করেন। ফলশ্রুতিতে যাবতীয় লোভ, হিংসা, মোহ প্রভৃতি থেকে মুক্ত হন। কিন্তু তিনি সুখ, দুঃখের অনুভূতি থেকে মুক্ত হতে পারেননি। অপরদিকে ইন্দ্রশ্রী মহাথের সকল রকম বাসনা ত্যাগ করে ধ্যান সমাধির মাধ্যমে পরমজ্ঞান লাভ করেন। দীর্ঘদিন ধর্ম প্রচার করে তিনি দেহ ত্যাগ করে নির্মুক্ত মহাপুরুষে উপনীত হন।

ক. পঞ্চস্কন্ধ কী কী? ১
খ. বৌদ্ধদের নির্বাণ সাধনা করা প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. শ্রদ্ধেয় আর্যপ্রিয় ভিক্ষু কোন নির্বাণ লাভ করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রশ্রী মহাথেরো যে নির্বাণ লাভে সমর্থ হয়েছেন তা "পরম শুভময়"– মূল্যায়ন কর। ৪

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., দি. বো., ম. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান– এই পাঁচটি উপাদানই হচ্ছে পঞ্চস্কন্ধ।

খ যাবতীয় দুঃখের নিরোধ বা নিবৃত্তি হওয়াকে নির্বাণ বলে। জীবন প্রবাহ থেকে মুক্তি লাভের জন্য বৌদ্ধদের নির্বাণ সাধনা করা প্রয়োজন। নির্বাণ বৌদ্ধদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক চূড়ান্ত লক্ষ্য। নির্বাণ হলো সকল তৃষ্ণা, আসক্তি, ক্রোধ ও অজ্ঞানতা থেকে মুক্তি। বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের বলেছেন, তৃষ্ণাই দুঃখের কারণ। তৃষ্ণার ফলেই বার বার জন্মগ্রহণ করতে হয়। জন্ম নিলেই জরা, ব্যাধি, প্রিয়বিচ্ছেদ, অপ্রিয় সংযোগ, মৃত্যু ইত্যাদি বিবিধ প্রকার দুঃখ ভোগ করতে হয়। আর এসব থেকে মুক্তি লাভ করা যায় নির্বাণের মাধ্যমেই। তাই বৌদ্ধদের নির্বাণ সাধনা করা প্রয়োজন।

গ শ্রদ্ধেয় আর্যপ্রিয় ভিক্ষু সোপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেছেন।

যে নির্বাণে পঞ্চস্কন্ধ (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান) বিদ্যমান অবস্থায় দুঃখসমূহের বিনাশ করে কোনো সাধক পুরুষ নির্বাণের জ্ঞান উপলব্ধি করে তাকে সোপাদিসেস নির্বাণ বলে। জীবিত অর্হৎ সোপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেন। তিনি নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন, তৃষ্ণামুক্ত হন, কিন্তু জীবিত থাকে। তাই তিনি জরা, ব্যাধি, আনন্দ-বেদনা রহিত নন। বর্তমান জন্মই তাঁর শেষ জন্ম। তিনি চতুরার্য সত্য সম্যকরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন, আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করে ধ্যান-সমাধি দ্বারা সাধনার মাধ্যমে মার্গফল লাভ করেছেন। গয়ার বোধিবৃক্ষমূলে গৌতমবুদ্ধ দুঃখ ও তৃষ্ণার ক্ষয় করে এ নির্বাণ জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

উদ্দীপকের শ্রদ্ধেয় আর্যপ্রিয় ভিক্ষু বুদ্ধের নির্দেশিত আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করে মার্গফল লাভ করেছেন এবং জীবিত অবস্থায় তৃষ্ণামুক্ত হয়ে নির্জন প্রত্যক্ষ করছেন। সুতরাং, এটি নিঃসন্দেহে সোপাদিসেস নির্বাণকে নির্দেশ করে।

ঘ শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রশী মহাথেরো যে নির্বাণটি লাভে সমর্থ হয়েছেন তা হলো অনুপাদিসেস নির্বাণ। এটি পরম শুভময়।

নির্বাণ অনির্বচনীয়, তুলনাবিহীন। স্থান-কাল-পাত্র, যুক্তি প্রমাণ কিংবা উপমা দ্বারা নির্বাণ প্রকাশযোগ্য নয়। নির্বাণ শান্ত সুখদায়ক। নির্বানের মধ্যে অনুপাদিসেস নির্বাণে মুক্ত পুরুষ পঞ্চস্কন্ধের বিনাশ করে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। এ নির্বাণ হলো সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত হওয়া। এ নির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি পুণরায় প্রজ্বলিত হবেন না। অর্থাৎ তিনি আর জন্মগ্রহণ করবেন না। তিনি সম্পূর্ণরূপে জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়েছেন। সুখ-দুঃখের উপশম ঘটে। অনন্ত সংসারের অবসান ঘটে।

অনুপাদিসেস নির্বাণে নির্বাণপ্রাপ্ত আর কখনই জন্মগ্রহণ করবেন না। এখানে জন্ম-মৃত্যুর চক্র শেষ করে নির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি চূড়ান্ত মুক্তি লাভ করে।

এ কারণে এ নির্বাণকে পরম শুভময় বলা হয়েছে। এ নির্বাণ পরম শান্ত এবং শাশ্বত। সকল পার্থিব বস্তুর অস্থায়িত্ব বা পরিবর্তনশীলতা দুঃখময়। এ নির্বাণ যেহেতু স্থায়িত্ব ও অবিনশ্বর। এজন্য একে পরম শুভময় বলা হয়েছে।

অর্থাৎ বলা যায় যে, শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রশী মহাথেরো যে নির্বাণ তথা অনুপাদিসেস নির্বাণ লাভে সমর্থন হয়েছেন তা পরম শুভময়।

প্রশ্ন ▶ ০৮ **ঘটনা-১ :** শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাজ্যোতি স্থবির ভিক্ষু সঙ্ঘের নির্বাচিত সভাপতি। সঙ্ঘের সভায় সিদ্ধান্তক্রমে সুমনানন্দ ভিক্ষুকে বিদেশে ধর্ম দেশনার জন্য মনোনীত করা হয়। কিন্তু তাঁর কাগজপত্রে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। পরবর্তীতে তাঁর কাজগপত্র সংশোধন করে যথাসময়ে বিদেশে ধর্ম দেশনায় উপস্থিত হন।

ঘটনা-২ : আশীষ চৌধুরী একজন শিল্প কারখানার মালিক। তিনি সুচারুভাবে কর্মচারীদের দায়িত্ব বণ্টনের বিষয়টি দেখাশোনা করতেন। কিছু অসাধু কর্মচারী কারখানার আইন বহির্ভূত কার্যক্রমে লিপ্ত হলে তাদেরকে চাকরি থেকে বহিষ্কার করে দেন।

ক. সুভদ্র কে ছিলেন? ১
খ. ধর্ম মহামাত্র বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ঘটনা-১ এর ঘটনাটি কোন সঙ্গীতির সাথে সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ঘটনা-২ এ বর্ণিত বিষয়টির ফলাফল সঙ্গীতির আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., দি. বো., ম. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুভদ্র ছিলেন এক দুর্বিনীত ভিক্ষু।

খ তৃতীয় সঙ্গীতির পর দেশবিদেশে ধর্ম প্রচারের জন্য সম্রাট অশোক যে বিশেষ শ্রেণির রাজকর্মচারি নিযুক্ত করেন তাদেরকে ধর্ম মহামাত্র বলা হয়।

মহামাত্রাগণ নগরের প্রান্তরে সর্বত্র ধর্মনীতি প্রচার করতেন। সম্রাট অশোক স্বীয় পুত্রও কন্যা যথাক্রমে মহেন্দ্র স্থবির ও ভিক্ষুণী সঙ্ঘমিত্রাকেও ধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন।

গ ঘটনা-১ এর ঘটনাটি প্রথম সঙ্গীতির সাথে সাদৃশ্য রয়েছে।

ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর কিছু দুর্বিনীতি ভিক্ষুরা বুদ্ধবানী যথেচ্ছভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করতে থাকেন। এ কারণে বুদ্ধবাণী কলুষিত ও বিকৃত হতে থাকে এবং বুদ্ধশাসন পরিহানির আশঙ্কা দেখা দেয়। তখন মহাকশ্যপ স্থবির সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম সঙ্গীতি আহ্বান করেন। প্রথম সঙ্গীতির সভাপতি হন তিনি নিজেই। এতে স্থির হয় যে সঙ্গায়নে অংশগ্রহণকারী সকল ভিক্ষু অর্হৎ হবেন। কিন্তু আনন্দ স্থবির অর্হত্বে উন্নতি হননি বলে তিনি বাদ পড়েন। পরবর্তীতে সঙ্গীতি আরম্ভের ঠিক আগে আনন্দ স্থবির অর্হত্ব প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি ঋদ্ধিবলে সঙ্গীতি মন্ডপে প্রবেশ করে নিজ আসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ছাড়াও এ সঙ্গীতিতে আরো চারশো নিরানব্বই জন ভিক্ষু অংশগ্রহণ করেন।

ঘটনা-১ বর্ণিত ঘটনাটির সুমানন্দ ভিক্ষুর সাথে বুদ্ধ শিষ্য আনন্দ স্থবির ঘটনাটির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যা প্রথম সঙ্গীতির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

ঘ ঘটনা-২ বর্ণিত বিষয়টির সাথে তৃতীয় সঙ্গীতির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এ বিষয়টির ফলাফল সঙ্গীতির আলোকে নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো :

সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে প্রকৃত বিনয়ী ভিক্ষুরা ছদ্মবেশী অবিনয়ী ভিক্ষুদের চক্রান্তের শিকার হন। এতে বহু ধার্মিক অনভিজ্ঞ মন্ত্রীর আদেশে হত্যা করা হয়। পরবর্তীতে সম্রাট অশোক এ বিষয়টি জানতে পেরে মর্মাহত হলেন এবং ভিক্ষু সঙ্ঘকে বিশুদ্ধ করার জন্য তৃতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করলেন।

তৃতীয় সঙ্গীতির ফলাফল :

১. ছদ্মবেশি অবিনয়ী ভিক্ষুদের সঙ্ঘ হতে বহিষ্কার করা হয়।
২. সঙ্গীতিকারক সব ভিক্ষু এক বাক্যে স্বীকার করে নেন যে, প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে গৃহীত ধর্ম বিনয়সমূহ তথাগত বুদ্ধের মুখ নিঃসৃত বাণী ও উপদেশ।
৩. প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতির ধর্ম-বিনয় আবৃত্তি ও গৃহীত হয়েছে সেগুলোকে আবার তৃতীয় সঙ্গীতিতে অনুমোদন করা।
৪. ত্রিপিটককে তিন ভাগে বিভক্তকরণ।

উদ্দীপকে ঘটনা-২ আশীষ চৌধুরী যেমনি অসাধু কর্মচারীদের চাকরি থেকে বহিষ্কার করে দেন ঠিক তেমনিভাবে সম্রাট অশোকও অধার্মিক ভিক্ষুদের সঙ্ঘ হতে বহিষ্কার করেন এতে সমাজ ও রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা ফিরে আসে।

প্রশ্ন ▶ ০৯ অরুন ও বরুন ব্যবসা করেন। অরুন সৎ ও শীলবান। তিনি ক্রেতাদের সাথে ভালো ব্যবহার করেন এবং ন্যায্য দামে পণ্য বিক্রি করেন। অপরদিকে বরুন দুঃশীল এবং লোভী। বেশি লাভের আশায় তিনি মানহীন পণ্য বিক্রি করতে গিয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নজড়ে পড়েন। অতঃপর তাকে আইনের আওতায় সোপর্দ করা হয়। এক পর্যায়ে তার মৃত্যু হয়।

ক. জাতক কাকে বলে? ১
খ. শুক পাখিরূপী বোধিসত্ত্ব তার সন্তানকে সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপে যেতে নিষেধ করেছিলেন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে অরুনের কর্মকান্ডে কোন জাতকের ইঙ্গিত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বরুনের শেষ পরিণতির বিষয়টি জাতকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., দি. বো., ম. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্ম বা জন্ম-জন্মান্তরের জীবন-কাহিনী ও ঘটনা প্রবাহকে জাতক বলে।

খ শুক পাখিরূপী বোধিসত্ত্ব বিপদ ও মৃত্যুর আশঙ্কা দেখে তার সন্তানকে সমুদ্রবেষ্টিতে দ্বীপে যেতে নিষেধ করেছিলেন।

শুক পাখিরূপী বোধিসত্ত্ব ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী ও জ্ঞানী। তিনি জানতেন সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপে যাওয়া বিপজ্জনক হতে পারে। সেখানে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে পাখিরা ক্লান্ত হয়ে যেকোনো বিপদের সম্মুখীন হতে পারে। এছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শিকারির আক্রমণ অথবা অন্য কোনো অনিশ্চয়তা অপেক্ষা করতে পারে। এসব আশঙ্কা থেকেই শুক পাখিরূপী বোধিসত্ত্ব তার সন্তানকে সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপটিতে যেতে নিষেধ করেছিলেন।

গ উদ্দীপকে অরুণের কর্মকাণ্ডে সেরিবাণিজ জাতকের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

সেরিবাণিজ জাতক কাহিনীটিতে, বোধিসত্ত্ব সেরিবান নাম ফেরিওয়ালা রূপে জন্মেছিলেন। একবার বোধিসত্ত্ব সেরিবা নামক এক লোভী ফেরিওয়ালাকে সঙ্গে নিয়ে অন্ধপুর নগরে বাণিজ্য করতে গিয়েছিলেন। সেরিবা এক বুড়ি ঠাকুরমার কাছে গিয়ে গয়না বিক্রির সময় একটি সোনারথালা পায়। কিন্তু সেরিবা লোভে পড়ে সে সোনার থালা বিনা পয়সায় আত্মসাৎ করতে চায়। কুবুদ্ধি করে সে অবহেলা করে সোনার থালাটি ফেলে চলে আসে পরে গিয়ে নিয়ে আসবে সেই আশায়। কিন্তু বোধিসত্ত্ব তাঁর নির্লোভ মানসিকতার জন্য বুড়ি ঠাকুরমার সেই সোনার থালাটির ন্যায্য মূল্য দিয়ে কিনে নেয়।

উদ্দীপকের অরুণও সেরিবানরূপী বোধিসত্ত্ব মতই নির্লোভ ও সৎ। সে ক্রেতাদের সাথে ভালো ব্যবহার করেন ও ন্যায্য দামে পণ্য বিক্রি করেন। তার এরূপ কর্মকাণ্ড সেরিবাণিজ্য জাতকের সেরিবান চরিত্রটির প্রতিরূপ।

ঘ বরুণ অত্যন্ত লোভী। তাই তার শেষ পরিণতি হয় মৃত্যু। যা জাতক কাহিনীর সেরিবা চরিত্রেও দেখতে পাওয়া যায়।

লোভ একটি অকুশল কর্ম। লোভ মানুষের চিত্তকে অশান্ত করে তোলে। চিরন্তন চাওয়া ও অপূর্ণতার অনুভূতি জন্ম নেয়। লোভ মানুষের মধ্যে পাপের সঞ্চার করে। বৌদ্ধ ধর্মমতে, লোক তৃষ্ণার রূপ যা মানুষকে সংসারের চক্রে আবদ্ধ রাখে। অর্থাৎ লোভে বশবর্তী হয়ে মানুষ তার হিতাহিত জ্ঞান হারায়। যা চিরস্থায়ী ও শান্তির পথ নির্বাণ প্রাপ্তির পথে বড় বাধা।

সেরিবাণিজ জাতক কাহিনীটিতে, সেরিবা তার লোভের জন্য সোনার থালা হাতের কাছে পেয়েও হারিয়ে ফেলে। ফলশ্রুতিতে হতাশা ও রাগে তার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে যায় এবং রক্তবমি করে সে মারা গেল। এ জাতক কাহিনীটি থেকে আমরা এটি বুঝতে পারি যে, লোভ করতে নেই, লোভের পরিণতি হলো মৃত্যু।

উদ্দীপকে বরুণ লোভ করেছে। পরিণতিতে সে মৃত্যুবরণ করেছে। যা সেরিবাণিজ জাতকে সেরিবা চরিত্রটির সাথেও ঘটেছে। পরিশেষে বলা যায় যে, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

প্রশ্ন ▶ ১০ সুমিত্রা চৌধুরী বাল্যকাল থেকে ধার্মিক ছিলেন। তিনি বিহারে গিয়ে ভিক্ষু সংঘদের সেবাযত্ন ও খাদ্যদ্রব্য দান দিতেন। তাঁর দান-চেতনা ও উদারতার কারণে "মহা উপাসিকা" খ্যাতি লাভ করেন। অপরদিকে নীলিমা বড়ুয়া সামান্য চাকরি করে সৎভাবে জীবনযাপন করতেন। অফিসে তিনি ভালো ব্যবহার করে সবার মন জয় করতে পারতেন। কারো কোনো সমস্যা দেখা দিলে যুক্তি দিয়ে তার সমাধান দিতেন।

ক. সারিপুত্রের প্রধান উপদেশ কী ছিল? ১
খ. শীলভদ্রকে নিয়ে আমরা কেন গর্ব করি? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের সুমিত্রা চৌধুরীর চরিত্রের সাথে চরিতমালার কার চরিত্রের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে নীলিমার চরিত্রটি কোন থেরির চরিত্রের প্রতিফলন? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., দি. বো., ম. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক সারিপুত্রের প্রধান উপদেশ ছিল : 'মানুষ মরণশীল।'

খ শীলভদ্র ছিলেন তাঁর সমসাময়িককালে নালন্দা মহাবিহারের সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ আচার্য। প্রথম বাঙালি হিসেবে এই খ্যাতি অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন বলেই শীলভদ্রকে নিয়ে আমরা গর্ব করি।

শীলভদ্র আমাদের বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার চান্দিনা অঞ্চলের তদানীন্তন ভদ্ররাজ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি শাস্ত্রের দুরূহ তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারতেন। সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ও পণ্ডিত হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি ছিল। তিনি সমসাময়িককালের সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ আচার্য।

গ উদ্দীপকের সুমিত্রা চৌধুরীর সাথে চরিতমালার বুদ্ধ উপাসিকা বিশাখা চরিত্রের সাথে মিল রয়েছে।

ভদ্দিয় নগরে উচ্চবংশজাত এক পরিবারে পুণ্যশীলা থেরি বিশাখা জন্মগ্রহণ করেন। ছোটকাল থেকেই বিশাখা অত্যন্ত উদার প্রকৃতির ছিলেন। দান ও বিবিধ কল্যাণকর্মের জন্য তাঁর সুখ্যাতি ছিল। তিনি দানকর্ম ও ভিক্ষুসঙ্ঘকে সেবা করার জন্য বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর পিতামহ মেন্ডক শ্রেষ্ঠী তাঁকে নিয়ে বুদ্ধ দর্শনে যান। সেখানে সে বুদ্ধকে কাছে গিয়ে বন্দনা করেন। বুদ্ধকে সে ভিক্ষুসঙ্ঘসহ তাঁর বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্যে নিমন্ত্রণ করেন। পরদিন বুদ্ধি ভিক্ষুসঙ্ঘসহ বিশাখার বাড়িতে গেলে সে তাঁদেরকে উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য দ্বারা আপ্যায়ন করেন।

উদ্দীপকের সুমিত্রা চৌধুরীও পুণ্যশীলা বিশাখার মতই ভিক্ষুসঙ্ঘকে সেবা যত্ন করে এবং দান ও উদারতা প্রদর্শন করেছে।

ঘ উদ্দীপকের নীলিমা বড়ুয়ার চরিত্রটি পূর্ণিকা থেরীর চরিত্রের প্রতিফলন।

পূর্ণিকা থেরী প্রাচীন ভারতের একজন বিশিষ্ট বৌদ্ধ ভিক্ষুণী ছিলেন। যিনি তাঁর গভীর প্রজ্ঞা ও যুক্তিবাদী চিন্তার মাধ্যমে আত্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন। তাঁর জীবনকাহিনী থেরীগাথা বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর প্রাচীনতম কাব্যসংগ্রহে সংরক্ষিত আছে। পূর্ণিকা থেরী যুক্তি দিয়ে সকল কাজের সমাধান করতেন। এরূপ ঘটনা হলো—

দাসী জীবনে পূর্ণিকা ভোরবেলা নদী থেকে জল আহরণ করতে নদীতে যেতেন। সে নদীতে শীতের ভোরে পাপমুক্ত হওয়ার জন্য এক উদকশুদ্ধি ব্রাহ্মণ স্নান করতেন। একদিন পূর্ণিকা হাড় কাঁপানো শীতের ভোরে উদকশুদ্ধি ব্রাহ্মণের স্নানের কারণে জিজ্ঞেস করলে উদকশুদ্ধি তাকে জবাবে বললেন, তিনি পাপমুক্তির জন্য স্নানশুদ্ধি করেন। তার কথা শুনে পূর্ণিকা যুক্তি দেখান, স্নানশুদ্ধি দ্বারা পাপ মুক্ত হওয়া যায় না। যদি তাই হতো তবে নদীতে বসবাসকারী সকল প্রাণীই স্বর্গপ্রাপ্ত হতো। স্নানে শুদ্ধ হয়ে গেলে সকল বড় অপরাধীরাও পাপমুক্ত হয়ে যাবে। তাছাড়া স্নানে যদি পাপ ধুয়ে যায় তবে পুণ্যও ধুয়ে যাবে। এভাবে থেরী পূর্ণিকা তাঁর যুক্তির মাধ্যমে ব্রাহ্মণের ভাবনাকে অযৌক্তিক প্রমাণ করেন। অপরদিকে উদ্দীপকের নীলিমা বড়ুয়াও সবার সাথে ভালো ব্যবহার করে এবং কোনো সমস্যা দেখা দিলে যুক্তি দিয়ে তার সমাধান দিতেন। যা চরিতমালার পূর্ণিকা থেরীর সাথে মিলে যায়।

অতএব, উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকের নীলিমা বড়ুয়ার চরিত্রটি পূর্ণিকা থেরীর চরিত্রের প্রতিফলন।

প্রশ্ন ▶ ১১ দৃশ্যকল্প-১ : শ্রদ্ধেয় আনন্দশ্রী ভিক্ষু সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তিনি সকল প্রাণীর কল্যাণ কামনা করেন। দুঃখ হতে মুক্তি পেতে চান, অনিত্যতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে মগ্ন থেকে জীবনযাপন করেন।

দৃশ্যকল্প-২ : শ্রদ্ধেয় করুণাশ্রী মহাস্থবির দেশনায় বলেন, ভিক্ষুদের সাতটি পালনীয় কর্তব্য রয়েছে। এগুলো পালন করলে ভিক্ষু জীবনে সুদূরপ্রসারী কল্যাণ হবে।

ক. প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা কাকে বলে? ১

খ. আয়-ব্যয় বিষয়ে বুদ্ধ কী উপদেশ দিয়েছিলেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ শ্রদ্ধেয় আনন্দশ্রী ভিক্ষুর জীবন কোন ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ শ্রদ্ধেয় করুণাশ্রী মহাস্থবিরের দেশনায় যে সাতটি কর্তব্য পালনের নির্দেশনা ভিক্ষুদের দিয়েছেন সেগুলো পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., দি. বো., ম. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক আহার, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ ও ঔষুধ জীবনধারণের এই চারটি মৌলিক উপাদান গ্রহণ সম্পর্কে ভিক্ষু-শ্রমদের যে ভাবনা করতে হয় তাকে প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা বলে।

খ আয় বুঝে ব্যয় করা গৃহীর একান্ত কর্তব্য। মিতব্যয়ী হতে হবে। আবার কৃপণতাও পরিহার করতে হবে। বুদ্ধ আয় বা লাভের অংশকে চারভাগে ভাগ করে ব্যবহার করতে উপদেশ দিয়েছেন।

আয়-ব্যয় সম্পর্কে বুদ্ধের উপদেশসমূহ হলো :

১. একভাগ নিজে পরিভোগ করবে। এ অংশ থেকে এক ভাগ দান করবে।
২. দুই ভাগ কৃষি বা বাণিজ্যে নিযুক্ত করবে।
৩. চতুর্থ ভাগ সঞ্চয় করে রাখবে, যাতে বিপদের দিনে ব্যবহার করা যায়।

গ দৃশ্যকল্প-১ এর শ্রদ্ধেয় আনন্দশ্রী ভিক্ষুর জীবন পঞ্চ ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে।

পঞ্চভাবনা ভিক্ষু শ্রমণদের নিত্যকরণীয় একটি ভাবনা। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, অশুভ ও উপেক্ষা-এ পাঁচটি বিষয়কে অবলম্বন করে ভাবনা করতে হয় বিধায় একে পঞ্চ ভাবনা বলে। ভিক্ষু শ্রমনগণ সকাল-সন্ধ্যায় নির্জনে বসে এই পঞ্চভাবনা চর্চা করেন। পঞ্চ ভাবনা লোভ-লালসা, হিংসা-দ্বেষ ও কামভাব থেকে মুক্ত রাখে। পঞ্চভাবনা হলো :

মৈত্রী ভাবনা : সকল প্রাণী শত্রুহীন হোক, বিপদহীন হোক, রোগহীন হোক, ভয়হীন হোক, সুখে বাস করুক— এরূপ কল্যাণ কামনাই মৈত্রী ভাবনা।

করুণা ভাবনা : দুঃখীর দুঃখে যে ব্যথিত হয়ে দুঃখ মুক্তি কামনা করাকে করুণা ভাবনা বলে।

মুদিতা ভাবনা : অপরের সৌন্দর্য, যশ, লাভ, ঐশ্বর্য অথবা সৌভাগ্য দেখে নিজ চিত্তে আনন্দ অনুভব করাই মুদিতা। 'সকল প্রাণী যথালব্ধ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না হোক'— এটি হলো মুদিতা ভাবনার মূলমন্ত্র।

অশুভ ভাবনা : শরীর ব্যাধি ও অশুচির আধার, অনিত্য এবং মৃত্যুর অধীন। এ বিষয়গুলো অবলম্বন করে ভাবনা করাই হচ্ছে অশুভ ভাবনা।

উপেক্ষা ভাবনা : লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি অষ্ট প্রকার লোকধর্মে চিত্তকে অবিচলিত রেখে ভাবনা করাই হচ্ছে উপেক্ষা ভাবনা।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এর শ্রদ্ধেয় আনন্দশ্রী ভিক্ষু সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তিনি সকল প্রাণীর কল্যাণ কামনা করেন, দুঃখ হতে মুক্তি চান, অনিত্যতা প্রভৃতি নিয়ে ভাবনা করেন। যা পাঠ্যবইয়ে পঠিত ভিক্ষু শ্রমণদের নিত্যকরণীয় পঞ্চভাবনারই ইঙ্গিত বহন করে।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ শ্রদ্ধেয় করুণাশ্রী মহাস্থবিরের দেশনায় যে সাতটি কর্তব্য পালনের নির্দেশনা দিয়েছেন এ কর্তব্যগুলো ভিক্ষুদের অবশ্যই পালনীয়। এ সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো :

তথাগত বুদ্ধ বৌদ্ধসঙ্ঘের স্থায়িত্ব বিধানের জন্য সাতটি অপরিহার্য ধর্ম দেশনা করেন, যা মহাপরিনির্বাণ সূত্রে সংকলিত হয়েছে। এগুলো পালন করলে ভিক্ষুদের কখনোই পরাজয় হবে না।

ভিক্ষুদের সপ্তঅপরিহানীয় ধর্মসমূহ নিম্নরূপ :

১. ভিক্ষুগণ একত্রে সম্মিলিত হবেন।
২. ভিক্ষুগণ একতাবদ্ধ থেকে একসঙ্গে সঙ্ঘ-কর্তব্য সম্পাদন করবেন।
৩. ভিক্ষুগণ নির্দেশিত শিক্ষাপদসমূহ পালন করবেন।
৪. ভিক্ষুগণ বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের সম্মান, পূজা ও সেবা করবেন।
৫. ভিক্ষুগণ পুনর্জন্মের কারণে তৃষ্ণার বশবর্তী হবেন না।
৬. ভিক্ষুগণ অরণ্যে বা একান্তে নির্বাণ সাধনায় মনোনিবেশ করবেন।
৭. ভিক্ষুগণ অনাগত ও আগত ভিক্ষু-শ্রমণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করবেন।

এই সাতটি অপরিহানীয় ধর্ম ভিক্ষু-শ্রমণদের অবশ্যই পালন করার জন্য দেশনা করেছেন।

অতএব, দৃশ্যকল্প-২ এ শ্রদ্ধেয় করুণাশ্রী মহাস্থবিরের দেশনায় ভিক্ষুদের সাতটি পালনীয় কর্তব্য পাঠ্যবইয়ের ভিক্ষুদের সপ্ত অপরিহানীয় ধর্মপালনের কথাই ব্যক্ত করে।